এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স
ওয়েস্ট বেঙ্গল -এর মুখপত্র

আলো

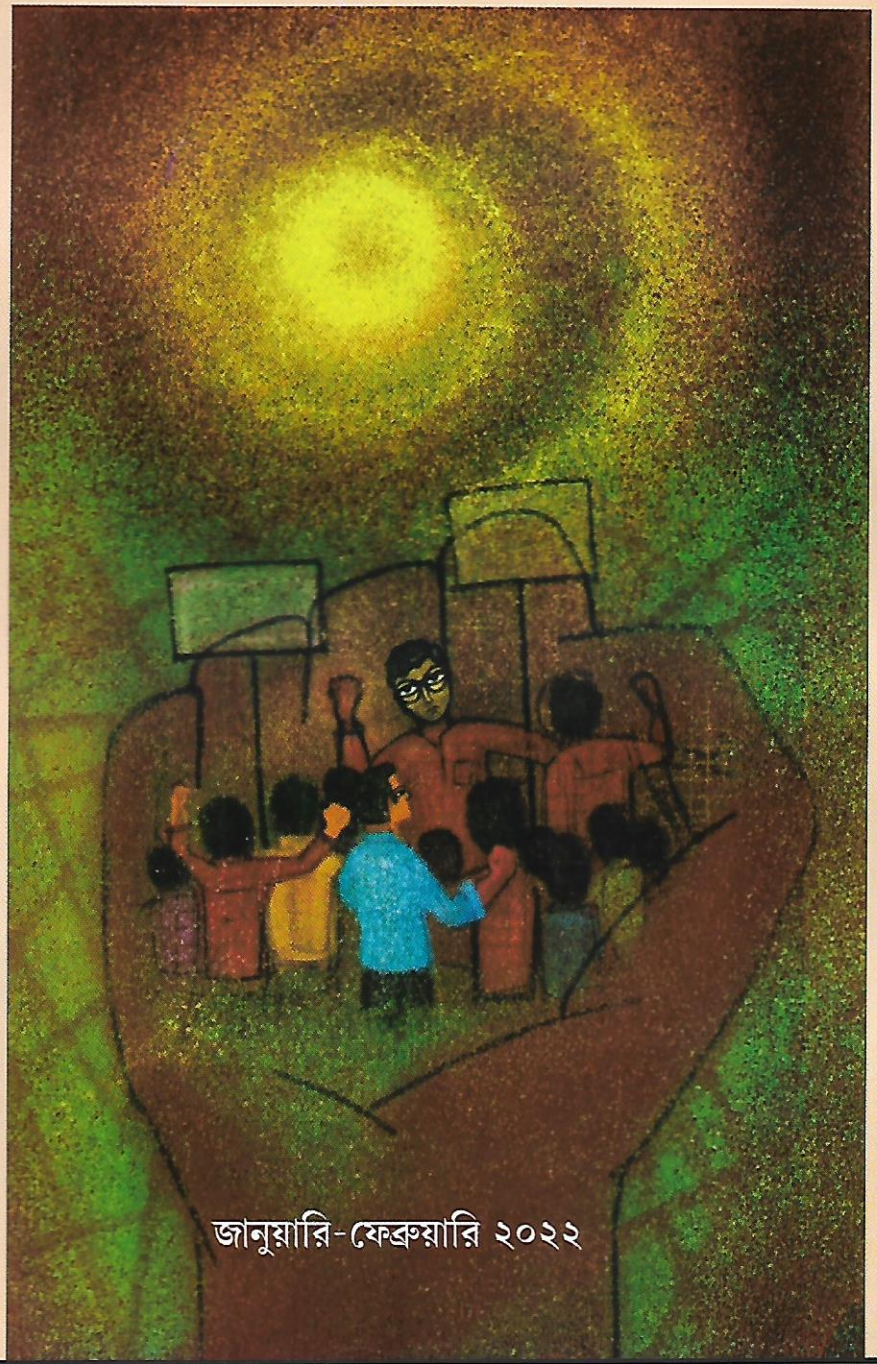

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২২

আলো চতুর্ত্রিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২২

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স,
ওয়েষ্ট বেঙ্গল-এর মুখপত্র

-ঃ পত্রিকা উপসমিতি ঃ-

মনোরঞ্জন চৌধুরী, প্রণব দত্ত, অলোক গুপ্ত, অরিন্দম বক্সী, দেবব্রত ঘোষ, বাপ্পাদিত্য ব্যানার্জী, কৃশানু দেব, আশিস গুপ্ত

-ঃ সম্পাদক ঃ-

অম্লান দে

সূচীপত্র

১. সম্পাদকীয় ১

২. রাজ্য সম্মেলনের অভিমুখে
চঞ্চল সমাজদার ৩

৩. এ আগুনে হাত রাখো
অম্লান দে ৮

৪. কোভিড ও আমরা
কৃশানু দেব ১১

৫. বাংলা কথাসাহিত্যে 'কানুনগো'দের ইতিবৃত্ত
বাপ্পাাদিত্য ব্যানার্জী ১৭

৬. অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের সভা (রিপোর্টাজ) ২৩

৭. নিমাইপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'স্মরণ-সভা' (রিপোর্টাজ) ২৬

৮. সমিতিগত তৎপরতা ২৮

৯. স্মরণ ৪৪

প্রচ্ছদ : তৃষিত সেনগুপ্ত

সম্পাদকীয়

'সম্মেলন' দিচ্ছে ডাক

বিগত রাজ্য-সম্মেলনোত্তর পর্বে কোভিদ-অতিমারীর আবহে সংগঠনের মুখপত্র 'আলো'-র মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করার সুযোগ বিঘ্নিত হওয়ার কারণে আমরা ৫টি 'ই-সংস্করণ'-এর মাধ্যমে বিকল্প উপায়ে সমিতিগত কার্যকলাপের বিবরণ যথাসম্ভব সদস্য/পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। বর্তমানে পরিস্থিতি উন্নত হওয়ার সুবাদে এই সংখ্যাটি প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে; সাম্প্রতিক পরিস্থিতির উপর নজর রেখে আসন্ন রাজ্য সম্মেলনের প্রচার-প্রস্তুতি ও আামদের করণীয় প্রসঙ্গে আলোকপাত করার জরুরী প্রয়োজন সাধিত করতে সংখ্যাটি সদস্য/ পাঠকদের বিশেষভাবে সাহায্য করবে—এই প্রত্যাশাই ব্যক্ত করছি।

আগামী ৭-৮ই মে, ২০২২ সমিতির অষ্টাদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্র-এ অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-নেতৃত্ব প্রয়াত নিমাইপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নামাঙ্কিত মঞ্চে; ইতিমধ্যেই জেলা-সম্মেলনগুলি

অনুষ্ঠিত হতে শুরু করেছে এবং এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্ঘণ্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে। সর্বস্তরে সম্মেলনগুলিকে কেন্দ্র করে সাংগঠনিক তৎপরতা এখন তুঙ্গে। একে সংহত করেই আমরা পা বাড়াবো 'রাজ্য-সম্মেলন' অভিমুখ এবং সংগঠনের সংগ্রাম-আন্দোলনের সেই সর্বোচ্চ মঞ্চ থেকে পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যকে মাথায় রেখে খুঁজে নেবো আগামী দিনে চলার পথের দিক-নির্দেশিকা।

আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত যে সব ঘটনা ঘটে চলেছে, তার অভিঘাত নিশ্চিতভাবেই আমাদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করছে—একথা বলাই বাহুল্য। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতি এবং কার্যকলাপের সূত্রে নানাদিক থেকে আজ আমরা আক্রান্ত; জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ—শ্রমিক, কৃষক, সরকারী/বেসরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী, দোকানদার, খেটে খাওয়া মানুষ, ছাত্র-যুব-মহিলা প্রত্যেকেই নানামুখী আক্রমণের শিকার। বারে বারে লঙ্ঘিত হচ্ছে মানবাধিকার, সঙ্কুচিত হচ্ছে সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারসমূহের পরিসর, দীর্ঘ সংগ্রামলব্ধ অর্জিত অধিকারগুলিকে একে একে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে, কর্পোরেট লুণ্ঠনের অবাধ মৃগয়াক্ষেত্র ও লুম্পেন মাফিয়ারাজ প্রতিষ্ঠার সর্বতোপ্রয়াস জারি রয়েছে 'রাষ্ট্র'-এর প্রত্যক্ষ মদতে, শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত এই ব্যাপকতম আক্রমণের মুখে প্রতিবাদী জনতার বিক্ষোভ-আন্দোলনকে স্তিমিত করার জন্য একদিকে চলছে নিরন্তর দমন-পীড়ন অন্যদিকে বিক্রীত 'মিডিয়া'র হাত দিয়ে মননজগতের উপর খবরদারি কায়েম করে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে জনগণকে বেপথু করার। মেহনতী জনতার বিরুদ্ধে শাসককুলের এই সার্বিক আক্রমণকে প্রতিহত করার স্বার্থেই মার্চ মাসের ২৮ এবং ২৯ তারিখ সারা ভারতব্যাপী 'সাধারণ ধর্মঘট' আহূত হয়েছে, যা' কেন্দ্র এবং রাজ্য-এ ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর কাছে স্পষ্ট বার্তা প্রেরণ করবে 'সংগ্রামী ঐক্য' ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ-প্রতিরোধের।

এই আবহেই ক্যাডারগত দাবী দাওয়া, সমস্যা এবং সাধারণভাবে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের অধিকারগত নানা প্রশ্নে মুখর হবে সমিতির আসন্ন অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলন, সামগ্রিক প্রেক্ষাপটবিচ্যুত না হয়ে রূঢ় বাস্তবতাকে মাথায় রেখেই আমরা সংগ্রাম-আন্দোলনের সেই সর্বোচ্চ মঞ্চ থেকে দিশা খুঁজে নেবো আগামী দিনের পথচলার। সারি সারি বাধার পাঁচিল আমাদের সামনে কিন্তু 'বাধার বিন্ধ্যাচল'-কে অতিক্রম করার দৃঢ়তা নিয়েই আমরা মোকাবিলা করবো পরিস্থিতির, নীতি-অভিমুখের স্পষ্টতা ও গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ও ইতিহাসের শিক্ষাকে পাথেয় করেই সামনের দিকে এগিয়ে চলবো আমরা, ক্লীব আত্মসমর্পণের মূঢ়তা ও হতবুদ্ধি 'ত্রিশঙ্কু'র জড়তাকে ঝেড়ে ফেলে, পরিস্থিতির দাসত্ব নয় তাকে ভেদ করার সঙ্কল্পেই উদ্বোধিত হতে চাই আমরা। আমাদের চলার বেগেই পায়ের তলায় জেগে উঠতে থাকবে নতুন নতুন রাস্তা। 'সম্মেলন শিক্ষা দেয়—বাঁচতে গেলে লড়তে হবে—লড়াই করে বাঁচতে হবে', সেই রণধ্বনি নিনাদিত হোক পাহাড় থেকে সাগর—রাজ্যের প্রতিটি কোণে। সমিতির আসন্ন অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলন সফল হোক।।

রাজ্য সম্মেলন অভিমুখে

চঞ্চল সমাজদার

আগামী ৭-৮ই মে, ২০২২ আমাদের প্রিয় সমিতির অষ্টাদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কোলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রে। আয়োজক জেলা যৌথভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কোলকাতা। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে সফলভাবে। রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবে বিগত ৬ই মার্চ, ২০২২ সমিতির মৌলালিস্থিত নিজ দপ্তরে অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে. দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কোলকাতা সহ নিকটবর্তী জেলাগুলির কর্মী-নেতৃত্ব-সদস্যদের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে রাজ্য সম্মেলনের অর্ভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়েছে। ঐ দিনই বিকালে সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নেতৃত্ব প্রয়াত নিমাই প্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সমিতি দপ্তরে। অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের সমগ্র অনুষ্ঠানটি 'আলো ফেসবুক গ্রুপ'-এ সরাসরি সম্প্রচারিত করা হয়েছে সংগঠনের সকল অনুগামীদের এই কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে, রাজ্য সম্মেলনের আনুষঙ্গিক কাজকর্ম নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির সহযোগিতায় নবগঠিত অভ্যর্থনা কমিটি তৎপর আছেন।

বিগত ১০-১১ই জানুয়ারি, ২০২০ উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি শহরে সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আঙ্গিক এবং অন্তর্বস্তুতে অত্যন্ত সফলভাবে ঐ সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে বিগত মার্চ,২০২০ থেকে কোভিড অতিমারীজনিত কারণে স্বাভাবিকভাবেই সংগঠনের দৈনন্দিন কাজকর্ম ব্যাহত হয়। কিন্তু অতি দ্রুত মূলতঃ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মকে ব্যবহার করে সংগঠন সেই ধাক্কা সামলানোর চেষ্টা করে এবং কর্মী-নেতৃত্ব সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সংগঠনের সমস্ত ধরণের কর্মসূচী নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়েও সফলভাবে জারি রাখে। মূলতঃ কোভিড অতিমারীজনিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বিগত দুটি বছরের পথচলা সংগঠনের ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। সংগঠনের ধারাবাহিক লড়াই-আন্দোলনের সর্বোচ্চ মঞ্চ হলো রাজ্য সম্মেলন। তাই বিচ্ছিন্নভাবে সম্মেলনকে আলাদাভাবে কোনো কর্মসূচী হিসাবে আমরা দেখি না। বিগত রাজ্য সম্মেলনের পরবর্তী সময় থেকে আগামী রাজ্য সম্মেলনের সময়কালে সংগঠনের পথচলার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সর্বস্তরে আত্মসমালোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়ে সামগ্রিক পর্যালোচনা ও আগামী দিনের পথচলার দিশাটিকে ধরতে হবে সম্মেলন মঞ্চ থেকেই। তাই সম্মেলনের প্রাক্কালে বিগত দু'বছরের পথচলার নির্যাস সংক্ষিপ্তভাবে আপনাদের কাছে তুলে ধরার উদ্দেশ্য নিয়েই এই লেখা।

কোভিড অতিমারী ও ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত অসহায় মানুষের পাশে—

প্রায় একশো বছর পর সারা বিশ্ব কোভিড এর মতো অতিমারীজনিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। আমাদের দেশ এবং রাজ্যও এর বাইরে নয়। স্বাভাবিকভাবেই আপামর জনগণ এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। সাধারণ মানুষসহ আমাদের ক্যাডারের মানুষরাও পরিবার পরিজনসহ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। কয়েকজন ক্যাডারবন্ধু তথা তাঁদের পরিবারের মানুষদের আমরা হারিয়েছি। দুর্বল স্বাস্থ্যব্যবস্থা, সরকারী পরিকল্পনায় ঘাটতি ও নিম্নবিত্ত মানুষ তথা পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে অনেকাংশে সরকারী উদাসীনতা পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল করে তুলেছিল, লকডাউনে মূলতঃ অসংগঠিত সেক্টরের মানুষজনের নিত্যদিনের রোজগার বন্ধ হয়ে যায় বা প্রায় তলানিতে এসে ঠেকে। সংগঠনের জন্মলগ্নের পর থেকে এরকম

কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি আমরা হইনি। কিন্তু সাধ্যমতো অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জরুরি কর্তব্য আমরা অনুভব করি। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে সদস্যদের আন্তরিক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আমার প্রায় সমস্ত জেলায় বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করি। সুদূর উত্তরবঙ্গ থেকে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমরা পৌঁছে যাই। কৃষ্ণনগরে তিনটি ট্রেনের প্রায় তিনহাজার পরিযায়ী শ্রমিকের হাতে খাবার তুলে দেওয়া, উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের খাদ্য ও বস্ত্র প্রদান, কুমিরমারী সহ সুন্দরবনের অগম্যতস্থানগুলিতে পৌঁছে খাদ্য, বস্ত্র, গাছের চারা অসহায় মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়া সহ বিভিন্ন জেলায় দুঃস্থ মানুষদের কাছে প্যাকেটজাত খাবার, বস্ত্র, পড়াশোনার সামগ্রী নিয়ে আমরা পৌঁছেছি। কোভিড-এর ভ্রূকুটিকে মাথায় রেখে সাবধানতা অবলম্বন করেই আমাদের কর্মী-নেতৃত্ব-সদস্যরা এই সমস্ত কর্মসূচীতে পরিকল্পনা অনুযায়ী অংশগ্রহণ করেছেন। এর সঙ্গে 'আম্ফান' ও যশ ঘুর্ণিঝড়ে আক্রান্ত মানুষদের পাশেও একইভাবে আমরা থাকা চেষ্টা করেছি। এমনকি কোভিড পরিস্থিতিতেও দুটি জেলা রক্তদান কর্মসূচী প্রতিপালিত করে এবং ৬০ জনের অধিক সদস্য রক্তদান করে রক্তের চাহিদা মেটানোর ক্ষুদ্র অথচ মহৎ প্রচেষ্টায় ব্রতী হন। আমরা কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কোভিড তহবিলে পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রদান করি। সংগঠনের সর্বস্তরের কর্মী-নেতৃত্ব ও সদস্যদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সাত হাজারেরও বেশি পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর এই প্রচেষ্টায় প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয় যা কেবলমাত্র সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত দান থেকেই আমরা সংগ্রহ করেছি।

এ ধরনের পরিস্থিতির কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না। কেন্দ্র তথা জেলায় জেলায় কাজ করছেন তুলনামূলকভাবে তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্ব। যোগাযোগের মাধ্যম কেবলমাত্র দূরভাষ ও ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম। একটি বিভাগের আধিকারিকদের একটি সংগঠন, সংখ্যার বিচারে যা সমগ্র কর্মচারী সমাজের নিরিখে অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলেই বিবেচিত হওয়া উচিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব উল্লেখিত কর্মসূচীগুলিকে বিচার করতে হবে এবং যা আমার মতে ঐতিহাসিক এবং সংগঠনের ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ধ্রুবতারার মতো আগামীতে পথ দেখাবে। বিনম্রচিত্তে এই বিপুল কর্মকাণ্ডের সমস্ত কৃতিত্বই আমি অনুগামীদের দেবো। সংগঠনের মতাদর্শ সদস্যদের চেতনা, ঐক্য এবং সংগঠনের তথা নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ও ভালোবাসাই এরূপ কঠিন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে বলে আমার ধারণা। তাই এই সংগঠনের একজন সদস্য হিসাবে আমি গর্ব অনুভব করছি।

প্রমোশন ট্রান্সফার পোস্টিং:

বিগত প্রায় দুবছর যাবৎ প্রমোশন ট্রান্সফার-পোস্টিং জনিত বিষয় নিয়ে জটিলতা আগের তুলনায় বেড়েছে, এর পিছনে মূল কারণ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা ও খামখেয়ালীপনা। মূলতঃ কোভিড অতিমারীকে অজুহাত হিসাবে খাড়া করে এই বিষয়গুলিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছে। সংগঠন লাগাতার বিষয়গুলি নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে দরবার করলেও বিশেষ কোনো অগ্রগতি ঘটেনি।

অতি সম্প্রতি দু-খেপে SRO-I দের ৩০ জনের প্রমোশন ও পোস্টিং-এর আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে। এর সঙ্গে দূরবর্তী জেলায় দীর্ঘদিন কর্মরত, ৫৮-র ঊর্ধ্বে বয়স ও অসুস্থতাজানিত কারণে কিছু সদস্যের চাহিদা মোতাবেক পোস্টিং করানো সম্ভব হয়েছে। উপরোক্ত Criteria অনুযায়ী আরো ৩/৪ জন সদস্যকে রিলিফ দেওয়া সম্ভব হয়নি। অতি শীঘ্র আরো ১২ জন SRO-II থেকে SRO-I হবেন। সেই সময় বকেয়া বিষয়গুলির সদর্থক নিষ্পত্তি ঘটাতে হবে।

এক বিরাট সংখ্যক SRO-II রা দীর্ঘদিন নিজ জেলা/জোন এর বাইরে পোস্টিং আছেন। কেউ কেউ একই

ব্লকে দীর্ঘদিন বি.এল.আর.ও হিসাবে কাজ করছেন। বারংবার আলোচনা ও বিভিন্ন মানদণ্ড (কর্তৃপক্ষের স্থির করে দেওয়া) অনুযায়ী তালিকা তৈরি করে দেওয়া হলেও এ বিষয়ে কোনো অগ্রগতি এখনো ঘটেনি। R.O. থেকে SRO-II প্রমোশন হলে এই সমস্যার সমাধান অনেক সহজ হতো এবং বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের তথ্য থেকেই দেখা যাচ্ছে যে SRO-I এর শূন্যপদের সংখ্যা শতাধিক। কিন্তু বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বা অধিকর্তা এ বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন। ফলভোগ করতে হচ্ছে ক্যাডারের মানুষদের। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পলিসিবহির্ভূতভাবে খাপছাড়া কিছু আদেশনামা। যার ফলে বৈষম্য তৈরি হচ্ছে। সদস্যদের মধ্যে বৈষম্যজনিত আদেশনামার ফলে প্রবল ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে। প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে এবং ক্রোধ বর্ষিত হচ্ছে সংগঠনের নেতৃত্বের প্রতি। যদিও নেতৃত্ব এই সমস্ত আদেশনামার বিরোধিতা করে যাচ্ছেন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিনিয়তই। তবে কর্তৃপক্ষের ঘুম ভাঙছে না। এই অসহনীয় অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতেই হবে।

R.O দের মধ্যে যারা দূরবর্তী জেলায় পোস্টেড আছেন তাদের নিজ জেলায় ফিরে আসার বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলছে। অতি সম্প্রতি কিছু সদর্থক আলোচনা হয়েছে। খসড়া তালিকা প্রস্তুত হয়েছে। শীঘ্রই এই সংক্রান্ত আদেশনামা প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। নতুন করে কর্তৃপক্ষের কোনো খামখেয়ালিপনার শিকার না হলে এই লেখা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই হয়তো ঐ আদেশনামা প্রকাশিত হবে। R.I. থেকে প্রমোশনপ্রাপ্ত R.O.-রা ইতিমধ্যেই প্রায় সকলেই জয়েন করেছেন। তাদের বিভিন্ন জেলায় পোস্টিং-এর আদেশনামার খসড়া তৈরির প্রস্তুতি চলছে। এদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে আমাদের সংগঠনে যোগদান করেছেন। বাকীদেরও আমাদের সংগঠনের ছাতার তলায় নিয়ে আসার সর্বতো চেষ্টা করতে হবে। মনে রাখতে হবে R.O. দের স্বার্থরক্ষায় আমাদের সংগঠন সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ভূমিকা পালন করেছে সংগঠনের জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত। বর্তমানে প্রস্তাবিত বিভাগীয় সার্ভিসের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এ কথা আবারও প্রমাণিত হয়েছে তা আপনাদের প্রতি মুহূর্তে স্মরণে রাখতে হবে ও ক্যাডারের অন্য সংগঠনগুলির মানুষের কাছে আমাদের এই ভূমিকার কথা পৌঁছে দিতে হবে।

বিভাগীয় সার্ভিস প্রসঙ্গে

এটি দীর্ঘদিনের বহুচর্চিত বিষয়। সার্ভিস সংক্রান্ত নোটিফিকেশন প্রকাশিত হয়েছে বিগত ১১/০২/২০২১ তারিখে। অদ্যাবধি পূর্ণাঙ্গ আদেশনামা প্রকাশিত হয়নি। এ নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা বিগত এক বছরের অধিক সময় প্রায় প্রতিনিয়ত আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বিগত প্রায় দীর্ঘ দুদশক ধরে নানা আলাপ-আলোচনা, লড়াই-আন্দোলন, বিভ্রান্তি, কুৎসাসহ সবরকমের অধ্যায়ের সাক্ষী থেকেছি আমরা, নিকট সময়ের মধ্যে আমরা বিগত ১৭/০২/২২ তারিখে আমাদের সংগঠনের You tube channel এ প্রসঙ্গে বিশদ বক্তব্য রেখেছি যা এখনও পর্যন্ত ক্যাডারে 'সার্ভিস' ১৬০০ মানুষ দেখেছেন। বিগত ১৫/০৭/২২ তারিখে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি প্রচার পত্র ক্যাডারের সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এছাড়াও একাধিকবার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ এবং মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নিকটেও পত্র মারফৎ বিষয়টি উত্থাপন করেছি। এগুলি সবই দেখবার জন্য অনুরোধ করব। তাহলেই বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের ধারাবাহিক ভূমিকা সম্পর্কে কোনো অস্বচ্ছতা থাকবে না; নতুন করে কিছু বলার না থাকলেও চুম্বক আকারে পুরনায় বহুকথিত বিষয়গুলি আর একবার আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

একটু পিছনে তাকান। ৫ম বেতন কমিশনে আমাদের প্রদত্ত মেমোরান্ডাম (১৭/১১/২০০৮)-এর নির্যাস দেখুন। অপর ২টি সমিতির মেমোরান্ডামগুলিও দেখুন।

৬ষ্ঠ বেতন কমিশনে প্রদত্ত আমাদের মেমোরান্ডাম (২০/০৫/২০১৬) দেখুন। অপর ২টি সমিতির মেমোরান্ডাম দেখুন। এগুলি আমাদের ওয়েবসাইট 'www.allowb.org'-এ পাবেন। অন্য সংগঠনগুলির মেমোরান্ডামগুলিও একটু চেষ্টা করলে সংগ্রহ করতে পারবেন)।

কিছু তফাৎ চোখে পড়ল? অবশ্যই নজরে আসার কথা। ৫ম বেতন কমিশনে (২০০৮ সালে) আমরা যখন বলছি সমস্ত SRO-I ও SRO-II কে নিয়ে SRO পদ গঠন করার কথা ও তাদের ১৬, ১৭, ১৮ নং বেতনক্রম প্রদান করার কথা তখন অন্য দুটি সংগঠন দাবীসনদ তৈরি করতে হাবুডুবু খাচ্ছে। একটি সংগঠন তো তখনও one tier, one scale দাবী করছে। R.O-দের Scale 16 নং দাবী করছে, যা শুনতে অত্যন্ত লোভনীয় হলেও তার পিছনে কোনো যুক্তিবোধ ছিল না। ফলে তদানীন্তন ও বর্তমান কোনও কর্তৃপক্ষই তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেননি। এতে ক্যাডারের একটা অংশের মানুষকে মরীচিকার পিছনে ধাবিত করে সাময়িক ফায়দা তোলার চেষ্টা ও পরবর্তীতে হতাশাগ্রস্ত সেইসব মানুষকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেওয়ার সুচতুর কৌশল ছিল।

আবার ৮ বছর বাদে ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনে (২০১৬ সাল) হুবহু একই দাবী (কেবলমাত্র ২০০ R.O পদকে প্রস্তাবিত SRO পদে convert করার সংযোজন ছাড়া) আমরা যখন করছি তখন অবাক হয়ে দেখলামবাকী দুটি সংগঠন ঐরূপ একই দাবীসনদ পেশ করল। বোঝা গেল আমাদের উত্থাপিত দাবীসনদের থেকে যুক্তিগ্রাহ্য আর কিছু খুঁজে পায়নি। তাই আমাদেরটাই টুকে দিয়েছে। ক্যাডারের মানুষের দীর্ঘদিনের চাহিদা তিনটি সংগঠন একইভাবে দাবী জানাক তা অনেকাংশেই পুরণ হলো। 'আলো' সমিতির দাবীতেই সবার দাবী সমাপতিত হলো। তাহলে মাঝের আট বছর (প্রকৃত অর্থে আরো অনেক বেশি) জল ঘোলালেন কেন? এটা কি (২০০৮ থেকে ২০১৬) ক্যাডারের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছেলেখেলা নয়? আপনারাই ভাবুন।

বিগত ১১/০২/২১-এ Notification বেরোনোর পর ঐ দুটি সমিতির কর্মকর্তাদের মধ্যে তরজা বেধে গেলো—কৃতিত্ব কার? (এ প্রসঙ্গে ছোটোবেলায় দেখা 'ছেলে কার' বলে একটি বাংলা ছায়াছবির কথা মনে পড়ে গেলো)! কয়েকজন নেতার জয়মাল্য পরিহিত ছবি Social media তে ছড়িয়ে পড়লো। আমদের উপলব্ধি হলো কবির ভাষায় 'পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি... হাসে অন্তর্যামী'। তারপর থেকে বিগত এক বছরের বেশি যে কলরব চলছে তার bone of contention হলো সমস্ত SRO-II রা প্রস্তাবিত সার্ভিসে include হচ্ছেন তো। ইতিমধ্যে আমরা your tube channel এ (১৭/০২/২১) ও প্রচারপত্রে (১৫/০৭/২১) পরিষ্কারভাবে আমাদের এই প্রস্তাবিত সার্ভিস নিয়ে 'আশা' ও 'আশঙ্কার' কথা ব্যক্ত করেছি। দৃঢ়ভাবে আগের মতোই এখনো একই বক্তব্যে অটল আছি—'সমস্ত SRO-I ও SRO-II কে নিয়েই সার্ভিস গঠন করতে হবে।' না হলে অল্প কিছু মানুষের সুবিধার বিনিময়ে ক্যাডারের বড় অংশকে, বিশেষত R.O. দের বলিপ্রদত্ত হতে হবে। যা কোনো অবস্থাতেই আমরা মানব না। এখানে উল্লেখ করি যে আপনারাও হয়তো দেখেছেন যে, জয়মাল্য পরিহিত এক নেতা ৬০০-৬৫০ ক্যাডার সংখ্যা নিয়ে সার্ভিস হলে তার কি উপকারিতা আছে তা নিয়ে বক্তব্য পেশ করেছেন। যা Social media-র দৌলতে মনে হয় ক্যাডারের সমস্ত মানুষের কাছেই পৌঁছে গেছে। এটা পরিষ্কার ''they are literally defending any figure around 500/600 at the cost of left out cadres, particularly jeopardizing the interests of Ros''। আছে নাকি এ বিষয়ে ওদের কোনো অফিসিয়াল বক্তব্য। ক্যাডারের মানুষের কাছে পরিষ্কার করে কোনো বক্তব্য রেখেছেন ওনারা? না, ওরা পারবেন না। কেন? আপনারই বিচার করুন।

আবারও বলছি যে দাবী আমরাই প্রথম উত্থাপন করেছি, অনোন্যপায় হয়ে বাকী দুটি সমিতিরও দাবী

অনেক দেরিতে হলেও সেখানেই সমাপতিত হয়েছে, যতদূর জানা গেছে আমাদের বিভাগীয় সুপারিশও অনুরূপ ছিল। কিন্তু এক বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হলেও এ বিষয়ে চূড়ান্ত আদেশনামা এখনও প্রকাশিত হয়নি। এ নিয়ে ক্যাডারের মানুষের মনে যৎপরোনাস্তি ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এই ক্ষোভের যথাযথ বহিঃপ্রকাশ কর্তৃপক্ষের নিকট ঘটাতে হবে।

বিগত দুবছরের পথচলায় আমাদের অভিজ্ঞতায় এসেছে emergency sector না হওয়া সত্বেও শনি-রবিবার ছুটির দিনে আমলাদের কাজ করতে হচ্ছে, বিশেষত ব্লক অঞ্চলে। কাজের সময় ১০/১২ ঘণ্টাও হয়ে যাচ্ছে। এর সঙ্গে আমাদের চোখরাঙানো অমানবিকতা। সংগঠন সাধ্যমতো প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছে। এমনকি বাঙালির সবচেয়ে বড়ো উৎসব 'শারদীয়া'র সময়ও অফিসে খোলা রাখার ভ্রুকুটি ছিল। সংগঠনের হস্তক্ষেপে এই সমস্ত সমস্যার কিছু সমাধান হয়েছে। কিন্তু বাকী সংগঠনগুলির গভীর নীরবতার ফলে ক্যাডারের মানুষদের কাঙ্ক্ষিত চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়নি।

মূলতঃ কোভিড অতিমারীজনিত পরিস্থিতির কারণে ইচ্ছা থাকলেও সংগঠনের পক্ষে করণীয় কিছু কাজ করা সম্ভব হয়নি। অনেক জেলা সংগঠনের সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রকট থেকে প্রকটতর হয়েছে। আবার কোনো কোনো জেলা অবস্থার উত্তরণ ঘটাতে পেরেছেন। কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সদস্যদের সমস্ত ধরণের স্বার্থরক্ষার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়েছে। সব ক্ষেত্রে ফললাভ করতে না পারলেও চেষ্টার কোনো ঘাটতি ছিল না। সদস্যবন্ধুদের সাথে কোনো তঞ্চকতা আমরা কোনোদিন করিনি। মিথ্যা রটনা করতে শিখিনি। এটা হয়তো আমাদের দুর্বলতা বা বোকামি। Post truth এর যুগে আমরা হয়তো অচল। কিন্তু মতাদর্শ-এ অচল থেকেই আমরা ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব—এ বিশ্বাস আছে। সেই বিশ্বাসে ভর করে সংগঠনকে নিজেদের পরিবার মনে করেই আপনারা বিগত এক দশক ধরে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও আমাদের সঙ্গে আছেন। আপনাদের এই বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে আমরা সদা সচেষ্ট আছি। আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের শক্তি। সেই শক্তিতে বলীয়ান হয়েই আমরা আগামী রাজ্য সম্মেলনে মিলিত হবো। আত্মসমালোচনা-সমালোচনার মধ্যে দিয়েই আগামী দিনের পথ চলার নতুন দিশা ঠিক করতে পারবো, এই প্রত্যাশা নিয়েই শেষ করছি।'

—'দেখা হবে সাথীদের সংগ্রামের মঞ্চে'—

এ আগুনে হাত রাখো

অম্লান দে

১.

'দেওয়ালে দেওয়ালে দাবি। লাল, নীল, হলুদ হরফে।
দাবি থেকে ধোঁয়া ওঠে কালো,
প্রতিটি দেওয়াল জুড়ে ঘূর্ণিঝড়, বিষের উত্থান!
কেন এত ঝরে পড়ে ক্রোধ?
কেন এত বিষমুখে দিকে দিকে উঠেছে স্লোগান?
তাহলে কি ভালো নেই এই দেশ, এই মাটি জল
ভালো নেই কোথাও মানুষ?
হয়তো বা ভালো আছে বুকে নিয়ে ঘৃণার অঙ্কুশ।
হে শাসক, পড়ো, পড়ো
দেওয়ালে দেওয়ালে কারা লেখে শ্লোক, জ্বলন্ত অক্ষরও।'

'দেওয়াল'—রেহান কৌশিক

ভালো না থাকা এবং অবস্থার বা পরিস্থিতির পরিবর্তনের অভিমুখে দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাস মানুষের ইতিহাস। ইতিহাসের চাকা মানুষই ঘুরিয়েছে এবং অবস্থা বা ব্যবস্থার পরিবর্তন মানুষের সম্মিলিত প্রয়াস এবং আন্দোলনের মাধ্যমেই এসেছে। ভারতের সাম্প্রতিক কৃষি আন্দোলন এবং তৎপরবর্তীতে কৃষি আইনের প্রত্যাহার শুধু যে ঐতিহাসিক সাফল্য তাই নয়, ঐতিহাসিক শিক্ষাও বটে।

বিশ্বায়িত অর্থনীতি, অনিয়ন্ত্রিত পুঁজির দৌরাত্ম্য এবং বিপ্রতীপে দাঁড়ানো কৃষি নির্ভর অর্থনীতি এবং কৃষক সমস্যার সূত্রপাত অনেক আগেই হয়েছিল। ফসলের দাম না পাওয়া, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ঋণভারে জর্জরিত হয়ে মহাকালের মতোই কৃষক হলাহল পান করে গেছে। এদেশে কৃষকের আত্মহত্যার পরিসংখ্যান সেই ভিত্তিকে এতটাই প্রতিষ্ঠিত করে যে সাংসারিক অশান্তির অজুহাত ধোপে টেঁকে না।

বিগত বেশ কয়েকটি বছরে গ্রামীণ সঙ্কট গ্রামেই আবদ্ধ নেই, তা সার্বিক সামাজিক সঙ্কটের চেহারা নিয়েছে। কৃষকের আত্মহত্যা কি শুধুমাত্র মানুষের জীবনহানি বা উৎপাদনের ক্ষতি? আমাদের মানবিকতার স্খলন নয়? মূল দায়ী তো নীতি প্রণেতাদের ভ্রান্ত নীতি। পরিবেশ সংক্রান্ত ভ্রান্ত নীতি, অর্থনৈতিক ভ্রান্ত নীতি এবং সর্বোপরি পুঁজিবাদের নিষ্পেষন যন্ত্র গ্রামীণ ভারত এবং কৃষক সমাজের কাছে দুর্বিষহ অভিঘাত হয়ে নেমে এসেছে। এর সাথে যুক্ত হবে জল সংকট, মহারাষ্ট্রের মারাঠাওয়াড়, ঔরঙ্গাবাদ-এর গ্রীষ্মকালে জলের সংকট প্রচলিত সংবাদ মাধ্যম মাঝে মধ্যে তুলে ধরে, আবার ঐ ঔরঙ্গাবাদেই মদের কারখানা প্রতিদিন ৫ পয়সা দরে ৫ লক্ষ কোটি লিটার জল পায়। মহারাষ্ট্রের বড় শহরগুলিতে জলের যোগান গ্রামের তুলনায় ৪০০ গুণ বেশি। যে ব্যক্তি ব্যৎসরিক এক খণ্ড জমিতে ১৮০ দিন চাষ করেন সেই অর্থে ২০১১ সালের জনগণার হিসাবে ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮% হলেন কৃষক। মোটের উপর হিসাব সেই সংখ্যা প্রায় ১০%। কৃষি শ্রমিকদের ধরলে পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪%, অথচ জীবিকার প্রশ্নে কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষ মোট জনসংখ্যার ৫০% এরও বেশি।

ভারতবর্ষ মুক্ত অর্থনীতির শরিক হবার পর কৃষকের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, কৃষির উপর নির্ভরশীলতা কমে দ্বিতীয় ক্ষেত্র অর্থাৎ শিল্পক্ষেত্র এবং তৃতীয় ক্ষেত্র অর্থাৎ পরিসেবা ক্ষেত্রের প্রাধান্য বাড়লে তা অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভালো কিন্তু কমে যাওয়া সংখ্যার কৃষকরা যদি কৃষক থেকে খেতমজুরে পরিণত হন তাহলে তাকে শুভ সূচক বলা যায় কি? না কি সেটা জীবনযাত্রার অবনমনকে প্রতিফলিত করে? এই অবনমন গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যান্য পেশার সাথে যুক্ত মানুষের জীবন, জীবিকাকেও প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, অর্থাৎ কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি প্রান্তিক, মধ্যবিত্ত মানুষকে দেখছে হয় দূরবীনে না হয় যুদ্ধক্ষেত্রে, রাষ্ট্র পরিচালকরাও সেই অবস্থান নিয়েছেন। মজুরি এবং আয়ের তারতম্য বাড়ছে। প্রবণতা বাড়ছে গ্রাম থেকে শহরে পরিযানের, এমনকি ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে একদা কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষ। ফলতঃ এক অভিবাসন সমস্যাও তৈরি হচ্ছে। কোভিডকালে পরিযায়ী শ্রমকদের সংকট—শুধুমাত্র পরিসংখ্যান-এর দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে না, অঙ্গুলি নির্দেশ করে সমগ্র ব্যবস্থাপনার ভ্রান্তি এবং বিভ্রাটের দিকেও, এবং যে কোনো ব্যবস্থপনার ত্রুটি বাড়িয়ে দেয় অসাম্য এবং শ্রেণী বিভাজন। ভারতের ১২১ জন নাগরিক ডলার কোটিপতি যারা মাথাপিছু উৎপাদনের ২৫% ভোগ করেন, দেশের ৫৮.৪% সম্পদের অধিকারী এই ১% মানুষ। ডলার কোটিপতির সংখ্যায় আমরা রাশিয়াকে ছাড়িয়ে গিয়েছি অথচ বিশ্বক্ষুধা সূচকে আমরা অনেক নীচে, মানবিক উন্নয়ন সূচকেও অনেক নীচে, শিক্ষা, স্বাস্থ্যে এই অসাম্য ক্রমবর্ধমান।

অথচ, কথা ছিল কৃষকের আয় দ্বিগুণ হবার, স্বপ্ন ছিল ডঃ স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হবে। বাস্তবে কৃষিতে কর্পোরেট থাবা বেড়েছে—ম্যানসেন্টো, বায়ার কোম্পানিরা বীজ, সারের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র হয়ে উঠেছে। প্রতিবাদ প্রতিরোধ হয়নি তা নয়, নাসিক থেকে মুম্বাই কৃষকদের লঙ মার্চ স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তবু কর্পোরেট পুঁজির স্তাবকরা নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসেন নি। শ্বাপদের মতো এগিয়েছেন। ভারতবর্ষ দেখেছে কৃষি বিল-এর আগমন, পরবর্তীতে যা আইনে পরিণত হয়। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে না পেরে কর্পোরেট পুঁজির কাছে আত্মসমর্পণ করতে এঁরা বদ্ধপরিকর, তাই কৃষকের বন্ধু সেজে ফঁড়েরাজ দূর করার মহান লক্ষ্যে তাঁরা কর্পোরেট পুঁজিকে অবাধ করার লক্ষ্যে এগিয়েছেন।

- কৃষককে কর্পোরেট সংস্থার কাছে চুক্তি চাষ করানো বাধ্যতামূলক করা
- কৃষিতে কর্পোরেট বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা
- এবং সর্বোপরি কর্পোরেট সংস্থাকে খাদ্যশস্য মজুত করার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া

এই প্রেক্ষাপটে কৃষকের উন্নতির অলীক গল্পগাথা বলে চলা হয়েছিল, কর্পোরেট মিডিয়াও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচারের ঢাক বাজিয়েছিল।

কিন্তু...

সাপের হাঁচি বেঁদেয় চেনে। জীবনের অভিজ্ঞতা শত্রু-মিত্র নিরূপণে সাহস জোগায়। এদেশের কৃষকরা বুঝেছিলেন বিপদ আসছে, প্রতিরোধ করতে না পারলে বিপর্যয় নেমে আসবে। চলে যাবে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের ভরসা, কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষ (যাদের ফোঁড়ে বলা হয়েছিল) ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবেন। এবং সময়ের সাথে সাথে কর্পোরেট সংস্থা পরিণত হবে নীলকর সাহেবে। মজুতের রক্ষাকবচ উদগ্র কর্পোরেটকে নিয়ন্ত্রণহীন করে তুলবেই, নষ্ট হবে খাদ্যসুরক্ষা। তাই তিন কালাকানুন প্রত্যাহারের প্রশ্নে শুরু হলো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ চোয়াল কষা লড়াই। সিঙ্গুগ্রাম উঠে আসবে ইতিহাসের পাতায়। লোভ, অত্যাচার, কুৎসা, দেশবিরোধী তকমা দেওয়া, হত্যা, লাঠি, গ্যাস বাদ যায়নি কিছুই তবু নড়ানো যায়নি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ থেকে। প্ররোচনা

অনেক ছিল কিন্তু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কৃষক সমাজ লক্ষ্য পুরণের আগে থামতে চায়নি, মধ্যবিত্তসূলভ দোদুল্যমানতায় ভ্রষ্ট হয়নি। বিভাজনের অঙ্কে বিভাজিত হন নি। এই প্রতিবাদের সাথে সহমর্মী হয়ে উঠেছিলেন গণতান্ত্রিক শক্তি, ছাত্র, যুব এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। এই সম্মিলিত শক্তির কাছে নতজানু হতে হয়েছে সরকারকে। প্রত্যাহার করতে হয়েছে কৃষি আইন। প্রাথমিক লড়াই-এ সসম্মানে জয়ী হয়েছেন এদেশের কৃষক সমাজ। কিন্তু আরও লড়াই বাকি। comprehensive cost of production এর দেড়গুণ বেশি Minimum Suport Price-এর দাবি আদায় হয়নি, যখন বীমার সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন সহ কৃষি অনুসারী নীতি প্রণয়নের দাবিও অপূরিত।

তবু...

ছয়লক্ষ কৃষকের বছরভর সুদৃঢ় অটুট আন্দোলন এক ঐতিহাসিক শিক্ষা, বিশেষতঃ শ্রমজীবি মানুষের কাছে। শ্রমজীবি মানুষ ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, বিভাজনের অঙ্ককে দূরে সরিয়ে একটি শক্তি হয়ে নিজেদের অধিকার বুঝে নেওয়ার দাবিতে সোচ্চার হবে, সুদৃঢ় হবে; শাসক শ্রেণী তদনুসারে পিছু হটবে। মান্দাসোর যেমন কৃষক আন্দোলনকে স্তব্ধ বা ভেঙ্গে দিতে পারেনি সেরকমই প্রকৃত গণআন্দোলনকে ভয় দেখিয়ে বা লোভ দেখিয়ে ভেঙে দেওয়া যাবে না। স্ফুলিঙ্গ থেকে জ্বলে উঠলে সহস্র মশাল।

কোভিড ও আমরা

কৃশানু দেব

আমাদের সমিতির সপ্তদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন সম্পন্ন হয় ১১-১২ জানুয়ারী ২০২০। মাঝখানে ফেব্রুয়ারী মাসটা বাদ দিলে মার্চ মাস থেকে শুরু হয়ে যায় তাণ্ডব। কোভিড-১৯! বদলে যায় আমাদের চারপাশ। ভাইরাসটা আসলে কী? SARS-Cov-2? পুঁজিপতিদের সীমাহীন লোভ? দেশের তীব্র অর্থনৈতিক সংকট? সংকটকে আড়াল করার পরিকল্পনা? সংকটকে লাভজনক সম্ভাবনায় বদলে নেওয়ার ঘৃণ্য সুযোগ? দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রশাসন এর ব্যর্থতা? চিকিৎসা পরিকাঠামোর গলদ? চিকিৎসাবিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা? বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষের অমানবিক আচরণ? নানা প্রশ্ন ভীড় করে।

লকডাউন শুরুর দিনগুলোতে আমরা দেখেছি আমাদের রাজ্যে প্রশাসনিক প্রধান প্রায় প্রতিদিন যখন নিয়ম করে কলকাতার পথ পরিক্রমার সময় সংক্রমণ প্রতিরোধের নানারকমের পরামর্শ দিচ্ছিলেন, কখনও মাস্ক পরার প্রয়োজনীয়তা কখনও আবার হাঁচি বা কাশির সময় মুখের সামনে হাতের কোন অংশ কীভাবে রাখতে হবে শেখাচ্ছিলেন, কখনও আবার লাল রঙের ইটের টুকরো দিয়ে রাস্তায় সাদা রঙের গোল্লা এঁকে বোঝাচ্ছিলেন লাইনে দাঁড়ানোর সময় কীভাবে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে, তখন যেন তিনি বোঝাতে চাইছিলেন যে সাহিত্যের জাদুবাস্তবতা বা ম্যাজিক রিয়ালিজম আর বাস্তবের জাদুর মধ্যে পার্থক্য নেই। সবমিলিয়ে সে এক চমৎকার প্রহসনের প্রদর্শনী। টিভির চ্যানেলের পর্দায় নিয়মিত সেইসব কীর্তিকলাপ প্রদর্শিত হল।

২০২১-২২ বছরের বাজেট ভাষণের শুরুতেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলে দিলেন যে স্বাস্থ্য খাতে নাকি বিপুল ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে -১৩৭%। পেটোয়া মিডিয়া আহ্লাদে আটখানা। ১৩৭ শতাংশের গল্পটা আসলে কী? বাস্তবটা এই যে বরাদ্দকৃত টাকার মধ্যে রয়েছে বাড়িতে জল সরবরাহ করার জন্য বরাদ্দ টাকা, কোভিড ভ্যাকসিনের জন্য বরাদ্দ টাকা এমনকি দেশের ফিনান্স কমিশন রাজ্যগুলিকে স্বাস্থ্যে খাতে ব্যয় করার জন্য যে টাকা দিচ্ছে তাও গোনা হয়েছে এখানে। কোভিড ভ্যাকসিন এককালীন খরচ, যা জরুরি কিন্তু স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল ফেরাবে না। আবার জোর গলায় বলা হয়েছে যে ৬৪১৮০ কোটি টাকা খরচ হবে প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর সুস্থ ভারত যোজনায়। কিন্তু তা খরচ করা হবে ৬ বছর ধরে। অর্থাৎ বছরে ১০০০০ কোটি টাকার একটু বেশি। এই বরাদ্দ মোট স্বাস্থ্য বাজেটেই ধরা আছে। তাই বক্তৃতায় ঘটা করে বলা হলেও আসলে স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ কমেছিল। কোভিড গোটা বিশ্বকে এই শিক্ষাই দিয়েছে যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো যদি সরকারী সাহায্যে বিপুল উন্নতি না করা হয়, তবে আগামীদিনে অন্য কোনো অতিমারিতে মানুষের আরো ভয়াবহ মৃত্যু হবে। কিন্তু আমাদের দেশের সরকার আত্মনির্ভর ভারত গড়তে চায়, স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ কমিয়ে। অথচ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সেই কমানোকেই বাড়ানো হিসেবে দেখানো হয়েছে।

ভারতে ঘটা করে ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করা হলেও, আদতে সরকারী প্রত্যক্ষ খরচের পরিমাণ জিডিপি-র মাত্র ১%, যা IMF এর তথ্য অনুযায়ী প্রায় সব থেকে কম। জিডিপির যে সমস্ত ক্ষেত্র সবথেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে উৎপাদন শিল্প, নির্মাণ শিল্প, খুচরো ও পাইকারী ব্যবসা, হোটেল, পর্যটন ইত্যাদি। আমাদের দেশে কৃষির পরেই এসব ক্ষেত্রে সর্বাধিক কর্মসংস্থান হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি যখন কার্যত ধসে গেছে তখন স্বাভাবিকভাবেই বলা যেতে পারে দেশে এক বৃহৎ বেকারত্বের সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রাথমিকভাবে অসংগঠিত শিল্প বা দিনমজুরদের কাজ চলে গেছে। কিন্তু লকডাউন ওঠার পর

থেকে তারা হয়ত নিম্নগোত্রীয় কিছু কাজে নিজেদের নিযুক্ত করতে বাধ্য হয়েছেন, পেটের তাগিদে। কিন্তু CMIE-র তথ্য থেকে পরিষ্কার যে বিপুল সংখ্যক চাকুরিজীবির কাজ চলে গিয়েছে। তাদের গণনা বলছে, ২.১ কোটি বেতনভোগী চাকরিজীবি ২০২০তে করোনার দাপট শুরুর প্রথম ৬ মাসে কাজ হারিয়েছেন। মধ্যবিত্ত মানুষেরও বেতন কাটা হচ্ছে, বিনা নোটিশে কর্মস্থল থেকে বিতাড়িত হচ্ছেন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, ড্রাইভার, শিক্ষক কেউ বাদ নেই। নতুন লগ্নী, নতুন কর্মসংস্থান বা নতুন হাসপাতাল বানানোর জন্য সরকার প্রায় কোনো খরচ করেনি। উলটে এই পরিসরে সমস্ত গণতান্ত্রিক, সাংবিধানিক ও সংসদীয় রীতিনীতি লঙ্ঘন করে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হল। সমস্ত রাষ্ট্রীয় সম্পদ বেচে দেওয়াই এখন সরকারের প্রধান নীতি। রেল থেকে এয়ার ইণ্ডিয়া, বিমান বন্দর থেকে জীবন বিমা, খনি থেকে জঙ্গল, শিক্ষা থেকে চিকিৎসা, সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তিকে একে একে বেচে দিচ্ছে সরকার। কোভিড আতঙ্কে মানুষ সমবেতভাবে প্রতিবাদ করতে পারছেন না। সরকার সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে। আত্মনির্ভর ভারতের নামে সরকার বর্তমানে আন্তর্জাতিক ও দেশী পুঁজির হয়ে নিলামকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। সরকার কর্পোরেট সেক্টরকে চোখের মনির মতো আগলে রাখছে। যেন দেশের অর্থব্যবস্থা ঘুরে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়ায় সরকারের কোনো ভূমিকা নেই, যা করার কর্পোরেট ক্ষেত্রই করবে। যাতে কর্পোরেট ও পুঁজিপতিরা বিনিয়োগ বাড়ায়, তার জন্য বাজেটে বিশেষ ঘোষণা করা হয়েছে - রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ককে সংযুক্তিকরণ ও বেসরকারীকরণ এবং LIC এর শেয়ার বাজারে বিক্রি করা। কর্পোরেট ক্ষেত্রকে লাগাতার করছাড় দেওয়া হচ্ছে। পেট্রোল সহ অন্যান্য জ্বালানীর ওপর উৎপাদন শুল্ক বসানো হয়েছে। ডিজিটাল লেনদেনকে সামনে রেখে খুচরো ও পাইকারি ব্যবসাকে বড় পুঁজিপতি, বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এমনকি দেশের মধ্যে বিক্রি হওয়া ভ্যাকসিন এবং অন্যান্য জরুরি ওষুধের উপর এই আপৎকালীন পরিস্থিতিতে জিএসটি মকুব করতেও রাজি নয় কেন্দ্রীয় সরকার। উলটে অর্থমন্ত্রী সাফাই গাইছেন যে জিএসটি আদায় হলে রাজ্যগুলির কোষাগার সমৃদ্ধ হবে। আমদানী হওয়া অক্সিজেনও ছাড় পায় না। অবাক হতে হয় যখন দেখি সংসদে এইসব ঘোষনার সময় সরকার পক্ষের বেঞ্চ থেকে ব্যাপক হাততালি পড়ে। এটা আত্মনির্ভরতা? দেশপ্রেম?

সমস্ত বিরোধী কণ্ঠকে স্তব্ধ করার উদ্দেশ্যে একের পর এক প্রতিবাদীকে জেলে ভরা হচ্ছে অথবা তদন্তকারী সংস্থার মাধ্যমে হেনস্থা করা হচ্ছে। দেশের সংবাদমাধ্যমের অধিকাংশ (main stream না বলে revenue stream বলা যেতে পারে) বর্তমানে এই গণতন্ত্র বিরোধী, স্বৈরাচারী, অপদার্থ সরকারের স্তবগানে ব্যস্ত। অর্থব্যবস্থা, সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। সরকারেরও নেই। তাই অম্লানবদনে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের সংসদে দাঁড়িয়ে বলতে পারে যে কতজন শ্রমিক লকডাউনের সময় বাড়ি ফিরতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন তার কোনো তথ্য সরকারের কাছে নেই, অতএব ক্ষতিপূরণেরও প্রশ্নও অবান্তর। সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্ব বাতিল হয়েছে। সংসদও যদি প্রশ্নহীন থাকে তবে গণতন্ত্রও যে ধ্বংসের মুখে সেই কথা চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করতে হয় না।

এবার আসা যাক কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গে। কোভিড লকডাউনের ফলে পরিযায়ী শ্রমিকরা বিপুল সংখ্যায় গ্রামে ফিরে যায় এবং ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে নাম লেখায়। কিন্তু এই খাতে লক্ষণীয়ভাবে বরাদ্দ ছাঁটাই হয়েছে। তবু সরকার কর্মসংস্থানে ব্যয় কমাচ্ছে। সামাজিক(?) দূরত্ব বিধি এতদিনে রপ্ত হয়ে গেছে মানুষ। আপাত দৃষ্টিতে সম্মিলিত প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে গেছে। প্রতিরোধ প্রশ্নাতীত। সংক্রমণের প্রকোপে সভ্যতাকে অবরুদ্ধ করে শতাধিক বছরের পুরনো সামাজিক চুক্তি অর্থাৎ ৮ ঘন্টার শ্রমদিবস নীরবে বাতিল হয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ৮ ঘন্টার কাজের অধিকার বা মে দিবস হয়ে যাবে কল্পলোকের গল্প। প্রক্রিয়াটা অবশ্য

আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। পরিষেবার সঙ্গে যুক্তদের জন্য হুকুম জারি হল বাড়িতে বসে ইন্টারনেট মারফত অনলাইনে কাজ করতে হবে। ফলাফল - 'Work from Home' বলে দিনে বারো তো বহুদূর যোলো আঠারো ঘণ্টা কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। পছন্দ না হলে? 'বস্তা নাও রাস্তা দ্যাখো'! লাইনে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে! না, বেতন নয়; এখন যতটুকু শ্রমের প্রয়োজন তা তো ঠিকাচুক্তির মাধ্যমেই ভাড়া করা হচ্ছে; কাজেই মজুরি বলাই সঙ্গত। আর পঞ্চাশ শতাংশ শ্রমিক কর্মচারী দিয়ে প্রত্যক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখার পরীক্ষায় সাফল্য পেয়েই প্রয়োগ করা হচ্ছে ৯৯৬ শ্রম ব্যবস্থা। হ্যাঁ, ঠিকই পড়ছেন, নাইন নাইন সিক্স। সংক্রমণ সিক্ত সমাজের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। নব বাস্তব বা নিউ নর্মাল সমাজে শ্রমদিবস হয়ে যাচ্ছে সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা এবং সপ্তাহে ৬ দিন। সংক্ষেপে ৯৯৬। এর নাম নব বাস্তব। নেহাত মুখ ঢেকেছে মাস্ক। অন্যথায় এমন হুকুমনামা জারির পর মুখ লুকিয়ে কাজ করতে যেতে হত। অথবা শুরু হতে পারত প্রতিবাদ মুখর আন্দোলন।

সংক্রমণের দাপটে স্কুল কলেজের দরজায় অনেককাল আগেই তালা পড়ে গিয়েছিল। যেখানে সুযোগ সুবিধা রয়েছে এবং শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা কম্পিউটার-দক্ষ সেখানে চলছে অনলাইন ক্লাস। অন্যদিকে এক বিশাল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী সেই সুযোগ গ্রহণ করতে অসমর্থ হয়েছে। স্কুল-ড্রপ আউট বেড়েছে। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে অন লাইন টিউশনের বিজ্ঞাপন। জনসভা, মেলা সব চলতে পারে তবে স্কুল খুলতে পারে না। একুশে আইন!

সংক্রমণের সুবাদে অবিশ্যি নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠেছে। ক্ষুদ্র ছোটো মাঝারি শিল্প যা সংক্ষেপে MSME নামে পরিচিত সেই ক্ষেত্রে কম পুঁজি বিনিয়োগ করে অনেকেই কাজ শুরু করেছেন। মাস্ক, গ্লাভস্, স্যানিটাইজার, ফেস্ শিল্ড, পিপিই ইত্যাদি তো সংক্রমণ সময়েরই উদ্ভাবন। আত্মনির্ভর দেশ গড়ার লক্ষ্যে এ এক অবশ্য প্রশংসনীয় উদ্যোগ। ভোকাল ফর লোকাল প্রকল্পের মধ্যেও এই নতুন শিল্পদ্যোগীরা নিশ্চয়ই অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন।

সংক্রমণের আবহে আর একটি দ্বন্দ্ব মানুষকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। জীবন না জীবিকা, কোন বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার এই নিয়ে নিরন্তর আলোচনা বিতর্ক পর্যালোচনা চলছে। তথ্য-যুক্তি পেশ করে বিশেষজ্ঞরা বলার চেষ্টা করছেন কোনোটাকেই অবহেলা করা চলবে না। কিন্তু শুনছে কে? মানুষের হাতে নগদ অর্থ পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তাব বাতিল করে ঋণের আয়োজন করা হচ্ছে। থালি, তালি, দিয়ালি দিয়ে যারা সংক্রমন ঠেকাতে মানুষকে উজ্জীবিত করেছিলেন তাঁরা এখনও ভাঁড়ামো করে যাচ্ছে।

একটা সময় খবরের কাগজ খুললে দেখা যেত সরকারি হাসপাতালগুলোর করুণ অবস্থা, রোগীর চাপ এবং বেসরকারি হাসপাতালগুলোর আকাশছোঁয়া বিল, এই দুইয়ে মিলে আক্রান্ত মানুষ কেমন আছেন সহজেই বোঝা যেত। এখানে বেসরকারি হাসপাতালগুলো একেবারে নিজেদের খুশিমতো চিকিৎসার খরচ নিয়েছে, সরকারি নির্দেশনামা মানার কোনো দায় যেন তাদের নেই বরং বেসরকারি হাসপাতালগুলি রাজ্য সরকারের কোনো নির্দেশ মেনে চলে কি না এই প্রশ্নের ভিত গড়ে দিয়েছে স্বাস্থ্য কমিশনের একের পর এক নির্দেশিকা এবং যার পরেও বেসরকারি হাসপাতালগুলির উদাসীনতা। আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টিকে নৈর্ব্যক্তিক আচরণ মনে হলেও বাস্তবে চলছে লুটতরাজ। ফলে চিকিৎসার খরচ??? করোনা রোগের চিকিৎসার জন্য সুরক্ষা সরঞ্জাম পিপিই কিট ইত্যাদির জন্য বেসরকারি হাসপাতালগুলি সমস্ত চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে বিপুল অর্থ দাবি করছেন—এমন খবরও সামনে এসেছে যে যেখানে রোগীর জন্য ওষুধ লেগেছে মাত্র হাজার টাকা আর পিপিই কিট বাবদ দাবি করা হয়েছে দুই লক্ষ টাকা (মেডিকাল পরিভাষায় যাদের বলা হয় disposables) সাধারণভাবে এই খরচ স্বাস্থ্যবিমায় পাওয়া যায় না। আমাদের রাজ্যে গোড়া থেকেই পরীক্ষার (diagnosis) স্বল্পতা বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পরীক্ষার যথেষ্ট ব্যবস্থা নেই। অথচ পরীক্ষার ফল সরকারি নথিভুক্তির জন্য অপেক্ষা করবার বিধি তৈরি হয়েছে। পজিটিভ হলে তা রোগীকে জানানোর আগে স্বাস্থ্যভবনের অনুমতি নেওয়ার নিদান দেওয়া

হয়েছে। সেই অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত চিকিৎসা স্থগিত। ফলে সঙ্কটজনক রোগীর চিকিৎসা সময়মতো শুরু করা যায়নি। এমনকি অস্ত্রোপচারের আগের মুহূর্তে স্বাস্থ্যভবনের মোহর লাগানো কাগজের অভাবে রোগীকে ফিরিয়ে দেওয়ার খবর শোনা গেছে। কোভিড-১৯ এর পরীক্ষার ফলাফল না পাওয়া অবধি চিকিৎসার সম্ভাবনা নেই। প্রশ্ন হল, ডাক্তারের নির্দেশ ছাড়া পরীক্ষা কিভাবে সম্ভব? ঘোড়ার আগে গাড়ি না গাড়ির আগে ঘোড়া? ফলাফল? কোথাও হাসপাতালের সামনে অপেক্ষারত রোগী মারা গিয়েছে কোথাও আবার রোগীকে নিয়ে এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে মানসিক উদ্বেগ নিয়ে ছুটে বেড়াতে হয়েছে। আর সাধারণ অসুখবিসুখে মানুষ হাসপাতালের ধারেকাছে ঘেঁষেনি। একটা তথ্য—আমাদের রাজ্যে অনুর্দ্ধ ৬০ বছর বয়সীদের মৃত্যু হয়েছে তুলনামূলকভাবে বেশী। এর বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধানের কোনো গরজ দেখা যায় নি। রাজ্য বা কেন্দ্র, সকলের কাছেই এই তথ্য রয়েছে। কিন্তু প্রশাসনিক নেতৃত্বের সঙ্কট এইখানেই যে, সেইসব পরিসংখ্যান রাজনৈতিক চাপান-উতোরের উপাদান হয়েছে মাত্র। যথাযথ বিচার বিশ্লেষণ করে আরও কার্যকর বিধি তৈরি করার সূত্র হয়ে উঠতে পারেনি।

সংক্রমণের মূল কারণ যে অণুজীব তার জন্মরহস্য এখনও অস্পষ্ট। বিভিন্ন গবেষণাপত্র বলছে যে গত এক বছরের মধ্যে এই ভয়াবহ অণুজীবের চরিত্রে অন্তত তিরিশবার পরিবর্তন বা মিউটেশন হয়েছে। গবেষণার ফলাফল নিয়ে বিতর্ক চলছে। টিকা তৈরির প্রতিযোগিতা চলেছে। প্রশ্ন উঠতেই পারে যে অণুজীবের কোন সংস্করণের প্রতিরোধ করার জন্য এই টিকা উপযোগী? উত্তরে সবাই নির্বাক। টিকা তৈরির জন্য যারা অর্থ বিনিয়োগ করেছে সেইসব বড় বড় ওষুধ কোম্পানীগুলোর মূল উদ্দেশ্য তাদের লগ্নি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসুক। বাণিজ্যের দুনিয়ায় সেটাই প্রচলিত রীতি। ফলে শেয়ার বাজারে ফাটকা শুরু। সম্ভাব্য টিকা নির্মাতাদের শেয়ারের দাম হু হু করে বেড়ে চলে। হঠাৎ করে এত বড়ো একটা বাজারের সম্ভাবনা তৈরি। ভারত সহ যে সব দেশে টিকা অনুমোদিত হয়েছে বলে বলা হচ্ছে তার কোনোটিই পূর্ণ অনুমোদন নয়। যা হচ্ছে বা হয়েছে তা হল ওই অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা, যেখান থেকে এই টিকাগুলোর যেকোনটিরই ভবিষ্যতে বাতিল হবার সম্ভাবনা আক্ষরিক অর্থেই ষোল আনা। টিকা নিয়ে টিপ্পনী করার ক্ষেত্রে আবার নানা সমস্যা আছে। প্রশ্ন করলেই সংশ্লিষ্ট মহলের পাল্টা প্রশ্ন ধেয়ে আসবে। কোন্ অধিকারে সন্দেহ করছেন টিকাকে? কী যোগ্যতা আপনার? আপনি কি ভাইরোলজিস্ট, ব্যাক্টিরিওলজিস্ট, ইমিউনোলজিস্ট? কোনওটাই নন? তাহলে কি চিকিৎসক? চিকিৎসার কোন বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করেছেন, গবেষণা করেছেন? বিশেষ কোনও অভিজ্ঞতা নেই? শুধুমাত্র বিজ্ঞান পড়েছেন? কী বলছেন? সাংবাদিকতা করেন? আপনার তো অধিকারই নেই টিকা নিয়ে বিরোধী কথা উচ্চারণের! সমস্যা হল, সংশ্লিষ্ট যোগ্যতা থাকলেও আপনার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণকে 'স্বার্থান্বেষী' মহলের চক্রান্ত বলে ধরে নেওয়া হতে পারে। কোভিডের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে একখানা মোক্ষম টিকার কামনা করেছেন বিশ্বের সব মানুষ। একইসঙ্গে তারা এটাও জেনেছেন যে টিকা রাতারাতি তৈরি হয় না। একটা দশকের বেশি সময় লেগে যেতে পারে কার্যকরী একটা টিকা তৈরি করতে। অনেকগুলো ধাপ পেরোতে হয় টিকা নিরাপদ ও কার্যকরী কিনা তা জানতে। আইনি বাধা পেরোতেও সময় ও পরিশ্রম লাগে প্রচুর। ব্যাপারটা যদি তাই হয় তবে কোভিড-১৯ রোগের ক্ষেত্রে এত তাড়াতাড়ি এতগুলো টিকা তৈরি হয়ে গেল কীভাবে? বিশ্বের স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রচারে ও অনুমোদনে WHO এই নিয়ন্ত্রক ভূমিকা পালন করে আসছে। টিকা আবিষ্কার ও টিকার প্রয়োগে WHO-এর এই অনুমোদক ভূমিকা অনভিপ্রেত হয়ে যাবে কোনোদিন এমনটা ভাবা যায়নি এই অতিমারির আগে। অবশ্য বিশ্বায়নের প্রভাব থেকে টিকা উৎপাদনকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আগলে রাখতে পারেনি। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই পশ্চিমে টিকা তৈরির জন্য গবেষণা থেকে পুঁজির

যোগান— সব কিছু থেকেই স্বতন্ত্রতার চিহ্ন মুছে যেতে শুরু করে। স্বতন্ত্রতা বলতে sovereignty'র কথা বলতে চাইছি। সেই জায়গা থেকে বাণিজ্যকরণ ঘটল তার। টিকাকরণ কর্মসূচির সর্বজনীনতায় যে বিপুল লাভের গন্ধ আছে তার থেকে কর্পোরেট জগতকে বিচ্ছিন্ন রাখার কথা বিশ্বায়নের ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলেই তা চলে গেল ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থাগুলির হাতে। এই করোনা ভাইরাসের হঠাৎ প্রকোপ স্বাস্থ্য রাজনীতিকে আবার যেন রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্রতার বা state sovereignty'র ময়দানে ডুয়েল লড়তে পাঠিয়ে দিল। দেশে উৎপাদিত ৬৫ শতাংশ ভ্যাকসিন বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়েছে। বিদেশে পাঠানো এক কোটি ভ্যাকসিন অনুদান হিসেবে পাঠানো হয়েছে বাকিটা বিক্রির জন্য। ভ্যাকসিন উৎপাদক দুটি বেসরকারি সংস্থা কত দামে ভ্যাকসিন রপ্তানি করেছে তার কোনো খবর নেই। একই সঙ্গে নজরে আসছে ভারতে ভ্যাকসিন উৎপাদনে সক্ষম হিমাচল প্রদেশের দ্য সেন্ট্রাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট বা তামিলনাড়ুর বিসিজি ভ্যাকসিন ল্যাবরেটরির মতো বিশ্বমানের সাতটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে ভ্যাকসিন তৈরির কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে না। কেন? কেউ জানে না। ভ্যাকসিন নিয়ে বাণিজ্য করা যায়। ভ্যাকসিন নিয়ে রাজনীতি থেকে কূটনীতি সবই করা সম্ভব। কিন্তু ভ্যাকসিন দেশের মানুষের কাজে না লাগলে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।

একটা প্রসঙ্গ বারবার ঘুরে আসছে যে, এই অতিমারি অবস্থায় এক বিরাট সংখ্যক মানুষ যখন বিপন্ন হয়ে রয়েছেন তখন আরেকটা অংশ নানানভাবে এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে নেমেছেন। সেই দলের মধ্যে প্রথম সারিতে আছে আমাদের অতিচালাক কেন্দ্রীয় সরকার। মানুষের ঘরবন্দি অবস্থার সুযোগে তারা একের পর এক এমন সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, মনে হচ্ছে, আহা এমন সুখের সময় এতদিন আসেনি কেন! নাগরিকদের বিপন্নতার ফায়দা লুটছে সরকার। এমনকি তাৎর্যপূর্ণভাবে ত্রাণ তহবিলও প্রশ্নের মুখে। PM Care Fund সরকারি তহবিল কী? তার অছি কারা? ব্যবহার কী? কালো টাকাকে সাদা করার চেষ্ঠা নয় তো? সরকার নিরুত্তর।

মানুষ লড়াই করে একটা আশা নিয়ে, সে আশা যত ক্ষীণই হোক। এবং আশাই হলো যে কোনো ট্র্যাজেডির মূল উপাদান। ওই লড়াইয়ের মধ্যে ওই ক্ষীণ আশাটুকু ছিল বলেই হয়ত মৃত্যুটা এত কাছের। পরিযায়ী শ্রমিকের কয়েক'শ কিলোমিটার হেঁটে বাড়ি ফেরার চেষ্টাতেও এই আশাই থাকে। প্রতিনিয়ত আমরা, আমাদের সমাজ, আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আমাদের সরকার এই আশাগুলোকে হত্যা করছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের মৃত্যু, দিল্লির রায়টের মৃত্যু, ভূমি পুজোতে ধর্মনিরপেক্ষতার মৃত্যু এগুলো কী বোঝাচ্ছে না যে ভাইরাস আসলে কী? ঠিক কোথায় লুকিয়ে আছে?

কিন্তু এটাই কী পুরো ছবি? না। লকডাউন পর্বে কারা সাধ্যমত পাড়ায় পাড়ায় বিলি করলো চাল তেল নুন ডাল আলুর প্যাকেট? কারা চাঁদা তুলে পাড়ায় মহল্লায় খুলে ফেললো কমিউনিটি কিচেন? কারা পাড়ার রাস্তার মোড়ে নামলো স্যানিটাইজাশেনের কাজে? কারা ফেরি করলো বিনামূল্যে সবজি, ওষুধ? কারা এখনও চালিয়ে যাচ্ছে স্থায়ী সস্তার জনতার ক্যান্টিন? লকডাউন থেকে আমফান। লকডাউন পেরিয়ে আনলক পর্বেও। ধারাবাহিক ভাবে। অবিশ্রাম। কারা? একের পর এক স্থায়ী শ্রমজীবী ক্যান্টিন, জনতার ক্যান্টিন চলছে। স্থায়ী ক্যান্টিনগুলি ছাড়াও লকডাউন পর্বে গোটা রাজ্য জুড়ে চলেছে হাজারো কমিউনিটি কিচেন, দিনের পর দিন গরিব মানুষকে খাবার জুগিয়েছে চাঁদা তুলে চালানো এই কিচেনগুলি। রাজ্য জুড়ে চলেছে বিনামূল্যে সবজি বাজার, চলেছে বাড়িতে বাড়িতে বিনামূল্যে রেশন বিলি। কারা করলো এই বিপুল কর্মযজ্ঞ? এটা কিসের পরম্পরা? কোন আদর্শের উত্তরাধিকার? আমরা দেখি নি? ভাবতে হবে। বুঝতে হবে।

মহামারীর এই বিশিষ্টতা যখন পৃথিবীজোড়া মহামন্দার সুনামি আনল তখন আমরা দেখছি না কী যে পৃথিবীর

কোন্ কোন্ দেশগুলোতে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় প্রথম সারিতে? সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সাফল্যের রহস্য কী? আসলে এক মহামারির সঙ্গে আমরা বাস্তবে লড়াই করছি ঠিকই কিন্তু আর এক মহামারি অজান্তে, অন্তরালে থেকেই খোবলা করে দিচ্ছে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাকে এবং সেটা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে কেউ তার খবর রাখছে না। পৃথিবীকে রক্ষা করতে হবে, মানব সমাজ, মানব স্বাস্থ্য ও সভ্যতা বাঁচাতে হবে। সারা পৃথিবীর জন্য, বিশেষ করে আফ্রিকা, এশিয়া, লাতিন আমেরিকার বহু দরিদ্র দেশ, অতি অনগ্রসর দেশগুলোর জন্য ভাবতে হবে না? যাদের জন্য টিকা বিনামূল্যে বিলি করতে বহুজাতিক ফার্মা কোম্পানীগুলো ততটা আগ্রহী নয়। সংক্রমণ জিইয়ে থাকলে যে আবার লাভের সম্ভাবনা।

বিজ্ঞান ও রাজনীতির দ্বন্দ্ব অতি প্রাচীন। সেই গ্যালিলিও, ব্রুনো, কোপারনিকাসের সময় থেকেই ক্ষমতাসীনরা বিজ্ঞানের সত্যকে অস্বীকার করেছে যদি তা তাদের ক্ষমতার আখ্যানের বিরুদ্ধে যায়। সবথেকে ভয়ের বিষয় হল যখন দেখি একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও রাষ্ট্র নিজ দায়িত্বে তার প্রচার ও প্রসার ঘটাচ্ছে (সরকারি উদ্যোগে মন্দির নির্মাণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতিষ চর্চা ইত্যাদি)। ভাবার সময় এসেছে—করোনামুক্ত পৃথিবীর পাশাপাশি কুসংস্কারমুক্ত পৃথিবীও ভীষণ জরুরী নয় কি? আমাদের দেশেও বিজ্ঞান ও ক্ষমতার লড়াই যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। দীর্ঘ ইতিহাসে না গিয়ে আমরা যদি সাম্প্রতিক ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকাই তবে দেখব যে ভারতের সংবিধান সম্ভবত পৃথিবীর একমাত্র সংবিধান যা জনমানসে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা (scientific temper) তৈরি করার কথা বলে, যার দায়িত্ব নাগরিক ও রাষ্ট্র উভয়েরই।

এই সব বেয়াড়া প্রশ্নগুলো আছে। সঙ্গতভাবে থাকবেও। উত্তর খুঁজবে ভাবীকাল। মার্ক টয়েন যথার্থই বলেছেন—"মানুষকে বোকা বানানো সহজ কিন্তু বোঝানো কঠিন যে তাদের বোকা বানানো হচ্ছে"।

কিন্তু আমরা কী দায় এড়াতে পারি? না, পারিনা, পারিও নি। আমরা সমিতিগতভাবে আমাদের সীমিত সাধ্যে বেশ কিছু কর্মসূচী নিয়েছি বিগত দু বছরে। মানুষের দুর্দশা অবর্ণনীয়। আমাদের সমিতিগত সামর্থও সীমিত। তবুও আমরা গর্ব অনুভব করি আমাদের সদস্যদের জন্য। কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে তাঁরা নির্দ্বিধায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সমিতির ইতিহাসে অভূতপূর্ব। আমাদের স্তরের কর্মচারীদের সংগঠনের মধ্যেও বিরল। কোভিড অতিমারী, আম্ফান ও যশ বিপর্যয়ে আক্রান্ত সাধারণ মানুষের পাশে প্রয়োজনীয় সাহায্য নিয়ে পৌঁছনোর লক্ষ্যে সংগঠন সাধ্যমতো প্রয়াস গ্রহণ করেছে। কোভিড অতিমারীতে ১৪টি জেলায় ২৭টি ক্যাম্প করে খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে প্রায় ৭০০০ মানুষকে সাহায্য করা হয়েছে। কৃষ্ণনগর রেলওয়ে স্টেশনে দক্ষিণ ও উত্তর ভারত থেকে আসা তিনটি ট্রেনের প্রায় ৩০০০ জন পরিযায়ী শ্রমিকের হাতে খাবারের প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়েছে। মূলতঃ কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে জেলা কমিটিগুলি এই দায়িত্ব প্রতিপালিত করেছে। এই বাবদ খরচ হয়েছে প্রায় ৭,৫০,০০০.০০ টাকা। আম্ফান ও যশ প্রাকৃতিক বিপর্যয় আক্রান্ত মানুষদের সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকে সদস্যরা ৮ লক্ষ টাকারও বেশি তহবিল সংগ্রহ করেন। কেন্দ্রীয়ভাবে এই টাকা দিয়ে উঃ ও দঃ ২৪ পরগণা জেলায় ৬টি এবং পূঃ মেদিনীপর ও হাওড়া জেলায় ১টি করে camp করা হয়। এই পর্যায়ে প্রায় ২৪০০ পরিবারের হাতে খাদ্যসামগ্রী, বস্ত্র, শিক্ষাসামগ্রী, গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়। কোভিড অতিমারীর মধ্যেই সাংগঠনিক উদ্যোগে ২টি জেলায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে এবং ৬০ জন দাতার রক্ত সরকারী ব্লাড ব্যাঙ্কের তুলে দেওয়া হয়। এই সমস্ত কর্মসূচীতে ব্যয়িত অর্থ সম্পূর্ণভাবেই সদস্যদের থেকে সংগৃহীত হয়।

সংগঠিত ও সঙ্ঘবদ্ধ থাকার যে চেতনা সমিতি আমাদের দেয় তার ভিত্তিভূমি ওপর দাঁড়িয়েই আমরা এই রকম চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবো। পথ আমাদের কে আটকাবে! জিৎ আমাদের হবেই হবে।

বাংলা কথাসাহিত্যে 'কানুনগো'দের ইতিবৃত্ত

বাপ্পাদিত্য ব্যানার্জী

বাংলা পৃথিবীর অন্যতম সম্পদশালী সাহিত্যভাষা। এই ভাষায় রচিত গল্প-উপন্যাস-নাটকে সমাবেশ ঘটেছে নানা বিচিত্র আখ্যানমালা ও বর্ণময় চরিত্রের। আন্তর্জাতিক সাহিত্যের বিভিন্ন কল্প-চরিত্রের মতই বাংলা সাহিত্যেও দেখা যায় নায়ক বা প্রধান চরিত্রগুলির পেশাগত পরিচয় সাধারণত কবি, শিল্পী, চিকিৎসক, পুলিশ, গোয়েন্দা, তস্কর, বারবণিতা এমনকি সেল্‌সম্যান। রাজস্ব আধিকারিকের বৃত্তিতে আসার পর অনেক সহকর্মীর মনে এই প্রশ্ন জাগে যে সাহিত্যের আঙিনায় ভূমি জরিপ ও বন্দোবস্তের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের প্রতিনিধিত্ব আদৌ আছে কি? থাকলে—তা পরিমানগতভাবে কতটা ও গুণগতভাবে কিরকম? এ কথা অনস্বীকার্য যে ডাক্তার কবি বা শিল্পীদের তুলনায় রাজস্ব আধিকারিক চরিত্রের সংখ্যা কি আন্তর্জাতিক সাহিত্য, কি বাংলা সাহিত্যে একেবারেই নগণ্য। কিন্তু এই পৃথিবীর এক চতুর্থ স্থলভাগের প্রতি বর্গফুট দুমিকে যারা জরিপ করে ম্যাপে কিস্তিবন্দী করলেন, তার স্বত্ত্বলিপি প্রস্তুত করলেন, রায়তের সঙ্গে জমিকে আইনের সূত্রে যুক্ত করলেন, তাদের নিয়ে সাহিত্যিকদের কি একেবারেই কোনো কৌতূহল বা বক্তব্য নেই? অন্তত বাংলা সাহিত্যের পরিসরে রাজস্ব আধিকারিক চরিত্র বিষয়টি নিয়ে তাই একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

জরিপের সাহায্যে জমির বন্দোবস্ত ও ভূসত্ত্বভোগীদের থেকে রাজস্ব আদায় চলে আসছে সেই মিশরীয় এবং গ্রিক সভ্যতার আমল থেকে। আমাদের দেশে মুঘল আমলের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় এক বা একাধিক সুবার প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন নবাব এবং রাজস্ব দপ্তরের পরিচালক বা কালেক্টর ছিলেন দেওয়ান। সুবা বিভক্ত ছিল একাধিক সরকারে যা আবার বিভক্ত ছিল বিভিন্ন মহল বা পরগনায়। ভূমি-রাজস্বের বিষয়গুলি যেমন জমির পরিমাণ, বন্দোবস্ত, খাজনার হার নির্ণয় ও রাজস্ব আদায় ও মুকুব, সমস্তই পরিচালিত হত সদর কানুনগো ও তাঁর অধীনস্থ পরগনা কানুনগোদের মাধ্যমে। সদর কানুনগোর শংসায়িত প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই দেওয়ান দিল্লির রাজকোষে সুবার রাজস্ব জমা দিতেন। মুঘল আমলে বাংলায় উত্তর রাঢ়ী শ্রেণির কায়স্থ বংশীয় 'বঙ্গাধিকারিক' গণ এই পেশা থেকে যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হন তা বিস্ময়কর। এই বংশের আদি পুরুষ ভগবান রায় নবাব শাহ সুজার আমলে কানুনগো পদে নিযুক্ত হবার পর বংশানুক্রমে তাঁর উত্তরপুরুষরা এই পদ অলংকৃত করেন। বিশেষ করে ঔরঙ্গজেবের সময় তাঁর পৌত্র আজীম ওশ্বান বাংলার নবাব থাকাকালীন, তাঁর সুবে সম্রাট নিযুক্ত দেওয়ান মুর্শিদ কুলি খাঁয়ের দ্বৈরথ ও পরবর্তীকালে বাংলার স্বাধীন নবাবী প্রতিষ্ঠায় তদানীন্তন সদর কানুনগো দর্পনারায়ণ রায়ের ভূমিকার মধ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের সমস্ত উপাদান মজুত থাকা সত্ত্বেও সেরকম কিছু লেখা হয়নি। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লক্ষ করলে প্রথমদিকে তাঁরা নবাবী আমলে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থাকেই বহাল রেখেছিলেন। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পরেও কানুনগো পদের গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। তবু সরকারি নথীপত্রের বাইরে তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন বিশেষ নেই কারণ বাংলা গদ্য তখনও সাহিত্য রচনার উপযুক্ত শক্তি লাভ করেনি। যাই হোক, ঔপনিবেশিক শাসককুল দ্রুত নবাবী রাজস্ব ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি বুঝতে পেরে দ্রুত সংশোধন করতে উদ্যোগী হয়। এর জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন হয় গোটা ভারতবর্ষের জমির পরিমাপ ও তারপর মৌজাওয়ারি জোতের নক্সা-তৈরি। ১৮০২ সনে মহীশূর জয় করার পরই কোম্পানি সেই কাজে নেমে পড়ে। Lt. Co. William Lambton-এর নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যের জমির পরিমাপ শুরু হয়, যা পরে 'Great Trigono-

metrical Survey' নামে খ্যাত হয়। John Keay লিখিত সুপ্রসিদ্ধ 'The Great Are' বইটিতে আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী এই জরীপকার্যের মনোজ্ঞ ও কৌতুহলজনক বিবরণ আছে। মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সব কিছুকে জয় করে মানুষের উদ্যম ও বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রা নিয়ে বাংলায় বাস্তবধর্মী বা কল্পনা প্রসূত কোন লেখাই নেই। এই অপ্রাপ্তির বেদনাকে পাশে রেখে এবার তাই আমরা নজর ফেরাই বাংলা সাহিত্যে যে গুটিকয় ভূমি রাজস্ব আধিকারিক চরিত্র পাওয়া যায়, তার প্রতি।

বাংলা সাহিত্যে রাজস্ব আধিকারিকের চরিত্র প্রথম দেখা পাওয়া যায় তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণদেবতা উপন্যাসে। 'Great Trigonometrcial Survey'র পর ১৮৭৫ সনের The Bengal Survey Act অনুয়াযী Cadastral Survey-র মাধ্যমে প্রথম মৌজা-ওয়ারী জোতের ম্যাপ ও সত্ত্বলিপি প্রস্তুত করার কাজে হাত দেওয়া হয়। গত শতাব্দীর বিশের দশকে এই উদ্দেশ্য গ্রামে গ্রামে সেটেলমেন্ট ক্যাম্প তৈরি করা হয়। দেবু পণ্ডিতমশাইয়ের চণ্ডী মণ্ডপস্থিত পাঠশালায় সেই বার্তা বয়ে নিয়ে আসে সরকারি চৌকিদার ভূপাল বাগ্দী। '...সেটেলমেন্টার এসেছে কিনা'।

—সেটেলমেন্ট ক্যাম্প?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ধূমধাম কত, তাঁবুটাবু নিয়ে সে বিশ পঁচিশখানা গাড়ি। শুনেছি 'খানাপুরী আরম্ভ হবে ৭ই পৌষ হতে।'

দেবুর মনে আশংকা জাগে যে মাঠ জুড়ে পাকা ধানের ওপর সেটেলমেন্ট খানাপুরীর শেকল টানার ফলে কৃষকদের ব্যাপক শস্যহানী ঘটবে। সে এই অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নেয়। এই বিদ্বিষ্ট মন নিয়েই দেবুর সঙ্গে কানুনসোর প্রথম সাক্ষাৎ। 'সাইকেল চড়িয়া সম্মুখের পথ দিয়া যাইতেছিলো একজন কানুনগো। বোধহয় বহুদূর হইতে আসিতেছিল—শীতে দিনে এক গা ঘামিয়া ধূলায় ও ঘামে আচ্ছন্ন এবং ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল ভদ্রলোক, দেবুকে দেখিয়া সাইকেল হইতে নামিয়াই সম্ভাষণ করিল—এই! ওরে! এই শোন। এই সম্ভাষণ শুনিয়ে দেবু ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ওঠে।—তবু লোকটির টুপি, সাদা শার্ট, খাকি হাফপ্যান্ট ও সাইকেল দেখিয়া সরকারী কর্মচারী অনুমান করিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।' বাঙালী পাঠকের সঙ্গে লেখক কানুনগো এই যে প্রাথমিক পরিচয় করালেন তার বাস্তবানুগতায় অবাক হতে হয়। কানুনগোর বেশভূষা, বাহন, কাজের পরিশ্রম সাপেক্ষতা যেমন তার পেশাগত বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলছে, তেমনই তার গ্রামের সাধারণ লোকের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার একজন ঔপনিবেশিক রাজকর্মচারীর মানসিকতাকে ব্যক্ত করছে। যাই হোক, উক্ত সাক্ষাতের ফলে কানুনগোর প্রতি দেব পণ্ডিতমশাইয়ের বিরূপতা তিক্ততায় পর্যবসতি হল। এর জেরে জমি পরিমাপের সময় কানুনগোর সঙ্গে তার বচসা সৃষ্টি হয়। রাগের বশে দেবু জরিপের চেন টেনে তুলে ফেলে দেয়। জরিপের কাজে বাধা দেওয়া ও সার্ভে ডিপার্টমেন্টের আমিনকে প্রহারের দায়ে তার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হয়। কানুনগোর কাছে দুঃখপ্রকাশ করে বিষয়টা মিটমাট করে নেওয়ার সুযোগ থাকলেও তা দেবুর আত্মসম্মানে বাধে, ফলে বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়ে তার পনেরো মাস হাজতবাস হয়। এখানে ঔপনিবেশিক শাসনের জনবিরোধী বিধি-ব্যবস্থা ও অত্যাচারী স্বরূপ ফুটে উঠেছে এর প্রতিভূ রাজস্ব আধিকারিকের কার্যকালাপের মধ্য দিয়ে। তবু তারাশংকরবাবুর কানুনগোর চরিত্র-চিত্রণে redeeming feature এই যে তিনি তার professional inteprity ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি। 'দেবু জমির রশিদ আনে নাই। বচসার উপলক্ষ্য তাই। কথার উত্তর দিতে দিতেই দেবুর নজরে পড়িল—তাহার জমির ঠিক মাঝখানে পাকা ধানের ওপর জরিপের শিকল টানা হইতেছে। সে ভাবিল এটাও কানুনগোর ইচ্ছাকৃত ব্যাপার। কিন্তু সত্যি বলতে কি, এটা কানুনগোর ইচ্ছাকৃত ছিল না, দেবুর জমির আকারই এমন অসমান যে, মাঝখানে প্রস্থের একটা মান না পাইয়া উপায় ছিল না।'

এরপর আমরা যে রাজস্ব আধিকারীকের দেখা পাই তিনি স্বাধীনতা উত্তর যুগের ভূমি সংস্কার কর্মসূচী রূপায়ণে তিস্তাপারে মাঠ খসড়ার কাছে ব্যাপৃত। দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপাড়ের বৃত্তান্ত' উপন্যাসের সূচনাই হচ্ছে ১৯৫৫ সনের ভূমি সংস্কার আইন মোতাবেক সত্তরের দশকে ম্যাপ ও রেকর্ড তৈরির কাজের বিবরণ দিয়ে। উল্লেখ্য এই প্রথম আইনে একজন রায়তের সমস্ত জমি একই খতিয়ানে অধীনে এনে উর্দ্ধসীমা বহির্ভূত জমি সরকারের ন্যস্ত করার সংস্থান করা হয়। জনসাধারণের মধ্য এই নিয়ে এক সংশয়মিশ্রিত আশাবাদ পরিলক্ষিত হয়—যোগানন্দ বলে 'কালি থিকা ত এইঠে হালকা ক্যাম্প বসিবে।'

'ও'—নাউছার বুঝে যায়। একটু চুপ করে থাকে, তারপর আপন মনে বলে 'হলকা ক্যাম্পত জমি দিবে। আর পশু হাসপাতাল বলদ দিবে। তবে তো মোর এইঠে সোনার সংসার হবা ধরিবে।'

পিঠে হলকা ক্যাম্পের সাইনবোর্ড নিয়ে বার্তাবহ হয়ে আসে প্রিয়নাথ। সে 'সেটলমেন্ট পিয়ন। তাকে দুটো তিনটে দোকান সাধবে, দু-তিনজন লোক পেছনে-পেছনে ঘুরবে। তবে সে একজনের কাছে চা খেলেও খেতে পারে। তার জবানীতেই রাজস্ব আধিরারিক সুহাসের সঙ্গে পাঠকের প্রাথমিক পরিচয়।—'একেবারেই নতুন এসেছে, বিশেষ করে নাকি অপারেশন বর্সার জন্যই সরকার পাঠিয়েছে। কিন্তু সিপিএম নয় নকসাল। আগেই নাকি নকসাল ছিল। তারপর অফিসার হয়েছে. জোতদার দেখলেই খেপে যায়। জোতদার নিজচাষে রেকর্ড করাতে চাইলেন, বলে হাত দেখি। হাতের কড়া গোনে। এখানকার ক্যাম্পে নিজেই থাকবে। কতজন বলেছে তাদের বাড়িতে থাকতে। চা বাগানের মালিকেরা বলেছে চা বাগানের বাংলোতে থাকতে। এখনকার এটাই রীতি। কিন্তু সাহেব কারো কথা শোনেনি।' সুহাস তার কর্মস্থল, ক্রান্তিহাটের হলকা ক্যাম্পে এসে হাট কমিটির আতিথেয়তা গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে দেয়। এই রাজস্ব আধিকারিক যে গরীব চাষির দিন বদলের আইনকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে এসেছেন, এই আশায় পাঠক বুক বাঁধেন। কিন্তু বিষয়টা সহজ হয় না। তাঁর উচ্চ আদর্শগত অবস্থানের ফলে চিরাচরিত ব্যবস্থায় অভ্যস্ত জনসাধারণ ও অধস্তন কর্মচারী সমাজ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তার মনেও নানা সংশয় উপস্থিত হয়—'কিন্তু সুহাসের বিরক্তিটা বাড়ে এই কারণে যে বিকল্পটাও সে বুঝতে পারে না। সে কি এখন হাট কমিটির জোতদার আর চা বাগানের ম্যানেজারদের বাড়িতে বা বাংলোয় গেস্ট হয়ে এখানকার জমিজমার বে-আইনী দখল বা জমির আইনসঙ্গত পরিমাণ, এইসব নির্ণয় করবে? আবার এখানেও সুহাস প্যাঁচে পড়ে যায়—সে কি সেটেলমেন্টের অফিসার হয়ে এসে এই এলাকায় ভূমি-বিপ্লব ঘটাচ্ছে না—কি? তার কাজ তো রেকর্ড করা। রেকর্ড করার সময় দু'এক জায়গায় হয়ত সত্য নির্ধারণে তার বুঝি বা বিবেচনা শক্তি, বা তার চাইতেও বেশি ইচ্ছাশক্তি দরকার হতে পারে। এবার আছে বর্গাদার রেকর্ডিং। কিন্তু কেউ রেকর্ড করাতে চাইলে সে রেকর্ড করবে। সুহাস খুব ভালই জানে জমির ওপর আধিয়ারের দখলটা যেখানে নির্ভর করে জোতদারের ওপর—নিজের বা নিজের মতই আরো অনেকের দখলবোধের ওপর নয়—সেখানে বর্গা রেকর্ড করতে জোতদারও আসে না, বর্গাদারও আসে না। ....তবু সে ম্যাপটাপ দেখে, এঁকে, সেনসাস রিপোর্ট ঘেঁটে প্রস্তুতি নিয়েছে। তার কোন ক্ষমতাই নেই, আর এই রেকর্ডিং করে কিছু সমাধান সম্ভব নয় জেনেও, সে তো নিজেকে তৈরি করেছে যদি কিছু করা যায় তার জন্যেই।' সেই কাজটুকুই সুহাস করে যায়, প্রান্তিক চাষি, ভাগ চাষি, চা বাগানের প্রসার ও নদী ভাঙনের ফলে ভূমিচ্যুত লোকেদের স্বার্থে, জোতদার, চা-বাগান মালিক ও তাদের প্রতিনিধি গোমস্তা, উকিল প্রভৃতি নানা স্বার্থবহের ছল-চাতুরি ও আইনি মারপ্যাঁচের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে। দূর্নীতিগ্রস্ত আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে, আইনের সীমিত পরিসরে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে সুহাসের এই আপোসহীন লড়াই এই চরিত্রটিকে পাঠকে মনে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে ও পরবর্তী প্রজন্মের রাজস্ব আধিকারীকদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। এই নির্ভীক

রাজস্ব আধিকারিকের চরিত্র-চিত্রণের জন্য দেবেশবাবু বাঙলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে ধন্যবাদার্হ।

এরপর যে রাজস্ব আধিকারিক চরিত্র নিয়ে আমরা আলোচনা করব তাঁকে আমরা পাই স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'রত্নাকরের পাপের ভাগ' গল্পে। গল্পে বর্ণিত সময়কালটি হচ্ছে তিস্তাপারের বৃত্তান্তের সমসাময়িক বা কিছু পরের। মাঠ খসড়ার প্রাথমিক উদ্দীপনা ও আর্থসামাজিক ব্যবস্থার মূলগত পরিবর্তনের আশা ততদিনে অনেকটাই স্তিমিত। নিয়মতান্ত্রিক বুর্জোয়া ব্যবস্থার মধ্যে থেকে তা যে সম্ভব নয় এই বাস্তবতার সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও ভূমি সংস্কারের সঙ্গে জড়িত আধিকারিকরা ধীরে ধীরে মানিয়ে নিচ্ছেন। আর্থ সামাজিক বিপ্লবের অনুঘটক থেকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার একজন নীচুস্তরের আমলার ভূমিকা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তিস্তাপারের বৃত্তান্তে সুহাসের মধ্য যে দ্বন্দ্ব লক্ষিত হয়েছিল, আলোচ্য গল্পের নামহীন রাজস্ব আধিকারীক তা কাটিয়ে উঠেছেন। তার সঙ্গে পাঠকের সাক্ষাৎ ঘটছে গল্পটির কথকের মাধ্যমে যখন সে তার দাদার শ্যালক বলরামের সঙ্গে দাদার শ্বশুরবাড়ি বর্ধমানের কোন গ্রামে যায়।

'বারান্দায় লম্বা করে শতরঞ্জি পাতা হয়েছে. সাইকেল ছুটিয়ে উইলস্ সিগারেট নিয়ে এল বাড়ির সরকার মশাই। মাঝখানে কমবয়সী চশমা পরা এক ভদ্রলোক। উনিই বোধহয় কানুনগো সাহেব হবেন। কারণ ওনাকেই সর্বদা মাঝখানে রাখা হচ্ছে।

...বলরামের বাবা আগত অতিথিদের বললেন, '...তা স্যার একটা নিবেদন ছিল। সেটেলমেন্ট যতদিন চলবে ততদিন নাওয়া খাওয়া গরীবের বাড়িতেই করবেন। কানুনগো সাহেব বললেন, আপনার বাড়িতে রোজ খেলে সামন্ত মশাই রাগ করবেন, মিত্তির মশাইও বলে রেখেছেন আগে থাকতে—তা যাই হোক।' দেখা যাচ্ছে সরকারী কাজে এসে জোতদারের আতিথ্য নিতে তার কোন সংকোচ নেই, বরঞ্চ তিনি তাদের খাতিরদারীর সুযোগ দিয়ে বাধিত করছেন। মাংস ভাত খেয়ে খানিক বিশ্রামের পর কানুনগো সাহেব কর্মচারীদের নিয়ে কাজে নেমে পড়েন। তাকে গিরে বারো চোদ্দজন ভদ্রলোক।

—'তিন নম্বর জমি কার? কানুনগো হাঁকলেন।

—এটা বলরামের ভাগের। ওকে দিয়েছি, এই যে ট্রান্সফার দলিল।

—চার নম্বর?

—এটা আমার।

—মায়ারানী দাসী কার নাম? পাঁচ নম্বর দাগের মায়ারানী দাসী?

—আজ্ঞে এটা আমার স্ত্রীর। ১০ আর ১৩ নম্বর দাগও তার নমেই আছে। বলরামের বাবা কানুনগো সাহেবের দিকে সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলেন—১৭ দাগ পর্যন্ত চোখ বুজে এগিয়ে যান স্যার, কোন ঝামেলা নেই, সবই আমাদের জমি, ১৮ দাগ এসে তবে মিত্তিরদের জমি পড়বে।'

কর্তব্য সচেতন কানুনগো সাহেব তবু আট নম্বর দাগ, যেটি কেষ্ট বন্ধকী বিক্রির দলিল মূলে হস্তগত করেছেন, তা তদন্ত করে দেখতে চান। ঘুঘু জোতদার বলরামের বাবা ক্ষেতমজুর ধনাকে দশ টাকার মদের লোভ দেখিয়ে, কেষ্ট বাগ্দী সাজিয়ে কানুনগোর সামনে হাজির করে।

'—এই যে স্যার কেষ্ট এসেছে।

—তুমি কেষ্ট?

কলাপাতার মৃদু কাঁপনের মত মাথা নড়ে।

—তুমি জমিটা বেচে দিয়েছ?

ভাবলেশহীন মুখ।

—কতটাকা পেয়েছ?

কোন উত্তর নেই। একটা কলাগাছ দাঁড়িয়ে আছে।

—নশো টাকা পাসনি।—পাসনি তুই?—বলরামের বাবা বলে।

মাথা নড়ে ওঠে। কানুনগো সাহেব কেষ্ট বাগদীর নামটা কেটে দিয়ে সবুজ কালিতে লেখেন—তিন কড়ি সামন্ত।'

ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর ক্ষমতায়ন বা উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন রাজস্ব আধিকারিক তার আইনে ন্যাস্ত দায়-দায়িত্বকে সমাজ সচেতনতা ও দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের প্রতি সহমর্মিতা দিয়ে জারিত করবেন। না হলে তা নিছক আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসতি হবে। ভূমি রাজস্ব দপ্তরের একদা আধিকারিক স্বপ্নময়বাবু এই উপলব্ধিকে তার সৃষ্ট চরিত্রটির মাধ্যমে খুবই সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'তিস্তাপাড়ের বৃত্তান্ত' ও 'রত্নাকারের পাপের ভাগ' কাহিনী দুটিতে ভূমি সংস্কারের যে পর্যায়টি তুলে ধরা হয়েছে তা হল খানাপুরি বুঝারত বা মাঠ খসড়া। এটি মূলত মাঠে গিয়ে দাগ ধরে ধরে পূর্ববর্তী revisional settlement এর পর্চার ওপর সবুজ কালিতে হাল রেকর্ডের খসড়া প্রস্তুত করা। এর পরবর্তী পর্যায়ে খসড়া রেকর্ড তেকে রায়তওয়ারী খতিয়ান তৈরি করে সেগুলি প্রত্যায়ন ও আপত্তি শুনানীর মাধ্যমে চূড়ান্ত স্বত্বলিপি প্রকাশ করা হয়। এই আপত্তি ও আবেদন শুনানির (চলতি ভাষায় তিন ধারা ও সাত ধারা) পর্যায়গুলি থেকে রাজস্ব আধিকারিকদের মাটির সঙ্গে যোগাযোগ ক্ষীণ হতে থাকে। হলকা ক্যাম্প থেকে তার দপ্তর উঠে আসে গঞ্জের সেটেলমন্টে অফিসে। এই সময়ের এক ঝলক উঠে এসেছে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কুবেরের বিষয় আশায়' উপন্যাসে। লোহা কারখানার কর্মী কুবের কলকাতার উপকণ্ঠে বসতবাড়ির জন্য জমির খোঁজ করতে করতে জমি কেনা বেচার কারবারে জড়িয়ে পরে। শরিকি জমির জট ছাড়ানোর উদ্দেশ্যে সে ঢাকুরিয়ার সেটেলন্টে অফিসে গিয়ে কানুনগো সাহেবের দ্বারস্থ হয়। মাঝবয়সী কানুনগো সাহেব তার প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়ার সূত্রে বলেন—'মোগল আমলের আগে থেকেই আমাদের দেশে এই ম্যাপজোক শুরু হয়েছে। ভূমি রাজস্ব একটা দারুণ সায়েন্টেফিক ব্যাপার।' উপরোক্ত বার্তালাপ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মাঠ হাকিম থেকে কানুনগো সাহেবের ভূমিকা পাবলিক সার্ভেন্টের দিকে মোড় নিচ্ছে। উল্লেখ্য যে ১৯৮৯ সনে ভূমি-সংস্কার দপ্তরের কর্মকাণ্ডের দুটি শাখার (Settlement এবং Management) একীকরণ হয়। এর ফলে সেটেলমেন্টের কানুনগো ও ম্যানেজমেন্ট শাখার J.L.R.O. পদ নাম দুটি লোপ পেয়ে এই দুই পদাধিকারীকরাই রাজস্ব আধিকারিক হিসেবে চিহ্নিত হন।

এতক্ষণ পর্যন্ত যে ভূমি রাজস্ব আধিকারীক চরিত্রগুলি নিয়ে আলোচনা হল তাঁরা তাদের কাজের সূত্রেই উপন্যাসে বা গল্পে স্থান করে নিয়েছেন। কিন্তু রাজস্ব আধিকারিক কি শুধুই ম্যাপ, স্বত্বলিপি বর্গা, পাট্টা প্রভৃতি নিয়ে থাকেন? আধিকারিক হিসেবে তার যে আইন ও বিধি নির্দিষ্ট ভূমিকা তার বাইরেও তার একটি ব্যক্তি জীবন আছে, সেই মানুষটির পরিবারে ও সমাজে কিছু ভিন্নতর ভূমিকা আছে যা তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচারবোধ দ্বারা চালিত হয়। এই অনুষঙ্গে অমর মিত্র রচিত কন্যাডিহি উপন্যাসের রাজস্ব আধিকারিক চন্দ্রকান্ত পালের চরিত্রটি বিশেষ প্রাসঙ্গিক। লেখক তার পরিচয় এভাবে দিয়েছেন—'সেই চন্দ্রকান্ত পাল ধীরে ধীরে কথক হয়ে গেছে। এই পড়ন্ত বেলায় একে ধ্বংস্তূপে আলো খুঁজে পেয়েছে। মানুষটার সংসার আছে বটে। কিন্তু সংসারে সে এক সন্ন্যাসী। জীবন কেটেছে চষা মাঠে নদীর তীরে বালুরাশির ভেতর ঘুরে ঘুরে। জমি জরিপ করতে গিয়ে পোড়ো মন্দিরখানি, পরিত্যক্ত প্রাসাদ, জমিদার বাড়ি, গৃহস্থ বাড়ি, মসজিদ, করবর, ইদ্গাহ ঘুরে ঘুরে দ্যাখে। দ্যাখে আর ইট পাথর কুড়োয়। কুড়োয় আর বাড়ি নিয়ে আসে। বাড়ি একখানা আছে বটে

শহরের উপান্তে, রাজমহল যাওয়ার পথের ধারে। সেই বাড়ির একটি ঘরে বই আর খোলাম কুচি। খোলাম কুচিই বলে তার বৌ তৃষ্ণা। ছেলেকে ইতিহাস পড়ানোর খুব ইচ্ছে ছিল, ইতিহাস পড়বে, ইতিহাসের অসঙ্গতি খুঁজে বার করবে। ছেলে পড়েছে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং। সে খুবই বিরক্ত বাবা চন্দ্রকান্ত কথকের কাণ্ড কারখানায়। একবার বলেছিল সব ফেলে দেবে। যাার অতীত আঁকড়ে বেঁচে থাকে তারা ফুল! বোকা, তাদের জীবনে কিছুই হয় না, যেমন তার বাবার জীবনে হয়নি। উপরওয়ালারা হাসাহাসি করে, চাকরিতে উন্নতি হয় নি। দুবার পানিশমেন্ট বদলি হয়েছে, একবার সাসপেনশন। সাসপেনশন হয়েছিল দায়িত্বে অমনোযোগের কারণে। জরিপ করতে গিয়ে আমিনবাবুর হাতে সব ফেলে কোন এক পোড়ো মন্দির দেখে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু কথাটি স্বীকার করেনি চন্দ্রকান্ত। তার কাজ সেদিনের মত শেষ হয়ে গিয়েছিল, রেকর্ড গুটিয়ে চলে আসার সময় ও ওই শিবমন্দিরের কথা শোনে চন্দ্রকান্ত। সে চলে আসার পরপরই আসে তার অপছন্দের উপরওয়ালা। তার কথা অনুযায়ী বেআইনি কাজ করে কাউকে সুবিধে করে দিতে পারেনি সে। উপরওয়ালা লোকটি ছিল দুর্নীতিপরায়ণ। মাসোহারা চাইত সকল কানুনগোর কাছ থেকে, কেউ কেউ দিত, কেউ কেইউ দিত না। যারা দিত না তাদের ভেতর ত্রাস সষ্টি করতে লোকটা তাকে সাসপেন্ড করেছিল, কিন্তু তা টেঁকেনি। তার কাজে কোন খুঁত ছিলনা।'

সংসারে অবহেলা ও অকৃতজ্ঞতা, দপ্তরের সহকর্মীদের অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য, দুর্নীতিগ্রস্ত উপরওয়ালার শাস্তির হুমকি এসব কিচুই চন্দ্রকান্তকে তার হৃদয়ের টান ও মনের ক্ষুণ্ণিবৃত্তি থেকে বিরত রাখতে পারেনি। পেশার সূত্রে মাঠের সাথে, মানুষের সাথে তার নিবিড় যোগাযোগ তাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলে হাটে-মাঠে-বাটে লৌকিক সংস্কৃতি ও ইতিহাসের খোঁজে। অকিঞ্চিৎকর তথ্য ও প্রত্নসামগ্রী আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এই যে নিজের শিকড়ের সন্ধান, তার পরিতৃপ্তির কাছে সংসারে অবহেলা, কর্মক্ষেত্রের রূঢ়তা, উপরওয়ালার নীচত্ব সব কিছুই তুচ্ছ হয়ে যায়। একজন রাজস্ব আধিকারীকের ব্যক্তিগত জীবনের এমন অন্তরঙ্গ চিত্র দীর্ঘকালের ভূমি রাজস্ব আধিকারিক মননশীল লেখক অমরবাবুর পক্ষেই ফুটিয়ে তোলা সম্ভব, যার সঙ্গে তুলনীয় বনফুল সৃষ্ট হাটেবাজারে উপন্যাসের ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্যের চরিত্রটি।

উপরে আলোচিত বাংলা সাহিত্যে ভূমি রাজস্ব আধিকারীক চরিত্রগুলি ব্যতিরেকে আরও কিছু চরিত্র হয়তো আছে। এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য এই বিশেষ চরিত্রগুলির একপ্রকার ঝাঁকিদর্শন, কোন পরিপূর্ণ anthology তৈরি করা নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে আলোচ্য চরিত্রগুলির বেশিরভাগই হলেন কানুনগো। অর্থাৎ আমাদের আর্থসামাজিক ইতিহাসের যে কালপর্বে ভূমিসংস্কার একটি মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল তারই ধারক ও বাহক হিসেবে এই চরিত্রগুলি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এখনও ভূমি সংস্কার দপ্তরে রাজস্ব আধিকারিকরা রায়তের নাম পত্তন, উর্দ্ধসমা বহির্ভূত জমি খাস করা ওখাস জমির পাট্টা বণ্টন, বর্গা ও ভাগচাষ সংক্রান্ত বিবিধ নিষ্পত্তি প্রভৃতি নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। কিন্তু এই কর্মকাণ্ডগুলির সামাজিক অভিঘাত সীমিত, অন্তত জমিদারি অধিগ্রহণ আইন ও ভূমিসংকার কর্মসূচি রূপায়ণে যে সাড়া পড়েছিল তার তুলনায়। এবং সাহিত্য যেহেতু সমাজের দর্পণ তাই বর্তমান বাংলা সাহিত্যে ভূমি রাজস্ব আধিকারিক চরিত্রের উপস্থিতিও ক্ষীয়মান। তবে হাল আমলের নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই বৃত্তিতেও নানা পরিবর্তন ও বিবর্তন নিয়ে এসেছে। ভূমি সংস্কারের জায়গায় এখন প্রাধান্য পাচ্ছে ভূমি ব্যবথাপনা, নিত্য নতুন শিল্প ও পরিকাঠামো প্রকল্পের জন্য জমির সংস্থান এখন রাজস্ব আধিকারীকের কাজের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। পেশার এই বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলি ভূমিসংস্কার কর্মসূচি রূপায়ণের থেকে কোন অংশে কম নয়, এবং এই বিষয়গুলি নিয়ে আগামী দিনে কোন বর্ণময় রাজস্ব আধিকারীক বাংলা সাহিত্যে আবার দেখা দেবে কিনা তা কে বলতে পারে?

অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের সভা

আমাদের প্রিয় সমিতির অষ্টাদশ দ্বিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন আগামী ৭-৮ মে, ২০২২, মৌলালি যুবকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই প্রেক্ষিতে গত ৬ই মার্চ, ২০২২, মৌলালি স্থিত সমিতি দপ্তরে অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের সভা অনুষ্ঠিত হল।

অতিমারি পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলার সদস্যদের সাগ্রহ উপস্থিতিতে খুব ছোট পরিসরে এই সভা অনুষ্ঠিতহয়। ৬ই মাচ, ২০২২ বেলা ১টার সময় সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল সমাজদার অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের সভায় পরিচালনার জন্য সভাপতিমণ্ডলী হিসাবে সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব শ্রী প্রণব দত্ত, শ্রী দিব্যসুন্দর ঘোষ ও শ্রী দেবব্রত ঘোষ-এর নাম প্রস্তাব করেন যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এরপর শোকপ্রস্তাব পাঠের মধ্য দিয়ে সভার অন্যতম সভাপতি শ্রী দিব্যসুন্দর ঘোষ এই সভার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। সংক্ষিপ্তকারে এই সভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে শ্রী দিব্যসুন্দর ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক শ্রীচঞ্চল সমাজদারকে তাঁর বক্তব্য পেশ করার আহ্বান জানান।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রী চঞ্চল সমাজদার তাঁর বক্তব্যের শুরুতে ছোট পরিসরে এই সভা আয়োজনের বাধ্যবাধকতা তুলে ধরেন এবং একই সাথে জানান যে Facebook এ এই সভার live সম্প্রচার করা হচ্ছে যাতে সমস্ত সদস্যরা virtually যোগদান করতে পারেন।

সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে কেন্দ্রীয় কমিটিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবারের রাজ্য সম্মেলনের আয়োজক জেলা হল কলকাতা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা। আগামী রাজ্য সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করতে তাই এই দুই জেলার সদস্যরাই অতীব গুরুত্বপূর্ণ কিছু দায়িত্ব পালন করতে চলেছেন। অভ্যর্থনা কমিটির সদস্যদের নাম আনুষ্ঠানিক ভাবে সুপারিশ করার পূর্বে সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যে উঠে আসে বিগত রাজ্য সম্মেলন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সংগঠনের কাজকর্মের বিশ্লেষণ এবং সার্বিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা।

বিগত সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনের কিয়ৎকাল পরেই আমরা সম্মুখীন হই স্মরণকালের মধ্যে সবথেকে বড় বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়ের। Covid-19 নামক মারণ ভাইরাস অতিমারির আকার ধারণ করে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী মানব সভ্যতার গতিকে স্তব্ধ করে দেয়। উদ্ভব হয় অদৃষ্টপূর্ব পরিস্থিতির। আমরা ক্রমশ পরিচিত হতে থাকি কিছু স্বল্পচেনা বা অচেনা শব্দবন্ধের সঙ্গে। মানব সভ্যতা এই অতিমারির প্রকোপ থেকে এখনও মুক্ত নয়। এখনও ফিরে আসেনি জীবনের চেনা ছন্দ। তবুও প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠে আমাদের প্রিয় সমিতির খুঁজে নিয়েছে যূথবদ্ধ থাকার এক বিকল্প পন্থা। বিভিন্ন Social Media Platform এর সময়োপযোগী ব্যবহারের মাধ্যমে বিগত দিনগুলিতে সমিতি পরিচালনা করার মত গুরুদায়িত্ব যথেষ্ট দক্ষভাবে পালন করা গেছে। সমিতির কাজকর্ম এবং তৎপরতা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যের আদান প্রদানে Social Medial Platform এবং আমাদের সদস্যবান্ধব Websiteটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে দক্ষ সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তাই এই কঠিন সময়েও সদস্যরা থাকতে পেরেছেন সন্নিবিষ্ট হয়ে—প্রকাশিত হয়েছে 'আলো' পত্রিকার পাঁচটি e-সংস্করণ।

অতিমারি এবং ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় আমফানের তাণ্ডবে দুর্গত বেশ কিছু মানুষকে তথা পরিবারকে আমাদের প্রিয় সমিতির তরফ থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার ত্রাণসামগ্রী বণ্টন করা হয়েছে এবং তা সম্ভব হয়েছে একমাত্র সমিতির সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার ফলেই।

বিগত দিন কর্মপরিবেশের পর্যালোচনা করতে গিয়ে সাধারণ সম্পাদক বলেন যে আমাদের স্তরের কর্মচারীদের

সর্বদাই সামাজিক স্তরে প্রতিকূল পরিবেশের মোকাবিলা করতে হচ্ছে লাগাতার ভাবে—একশ্রেণীর প্রচার মাধ্যমের অনৃতভাষণ, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, কর্তৃপক্ষের একাংশের খামখেয়ালীপনা এবং অসংবেদনশীল মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে। সমিতির নেতৃত্ব সময়ে সময়ে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করে পরিস্থিতির বিরূপতা তুলে ধরেছেন।

সমিতির জন্মলগ্নে যে উদ্দেশ্যে সংগঠন তৎপর হয়েছিল তা এখনও প্রাসঙ্গিক, অর্থাৎ সরকারি নীতির অন্ধ বিরোধিতা নয় বরং নিজেদের অধিকারের প্রশ্নে অনমনীয় থাকা। Trade union আন্দোলনে সার্বিক সংকটের মধ্যে এখনও নবনিযুক্ত আধিকারিকরা আমাদের সমিতির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন, সদস্যপদ গ্রহণ করছেন—তার একমাত্র কারণ সমিতির নীতিগত এবং আদর্শগত অবস্থানের প্রাসঙ্গিকতা। তাই সুষ্ঠু কর্মপরিবেশের বাস্তবায়নে আমলাতন্ত্রের অনীহা এবং ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ আন্দোলন আগামী দিনেও জারি থাকবে। সাধারণ সম্পাদক তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে খুব সঙ্গত কারণেই সকল সদস্যের প্রত্যাশা পূরণে সমিতি অপরাগ, তাই হয়তো কখনও সখনও জন্ম নিচ্ছে ক্ষোভ বা বিশ্বাসহীনতা—সমিতিগতভাবেও তা প্রশমনে কোথাও কোথাও ঘাটতি থেকে গেছে—বিশেষতঃ কর্তৃপক্ষের তরফে পদোন্নতি এবং বদলির ক্ষেত্রে বিভাগীয় নীতির যে বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হচ্ছে তার ফলে হয়তো যোগ্য ব্যক্তি সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সাধারণ সম্পাদক তাঁর বক্তব্যে সদস্যদের আশ্বস্ত করেন এই বলে যে সমিতির নেতৃবৃন্দ কর্তৃপক্ষের সাথে লাগাতার পত্রবিনিময় এবং পারস্যুয়েশন জারি রেখেছেন সদস্যদের স্বার্থের অক্ষুণ্ণতা রক্ষার প্রশ্নে এবং একই সঙ্গে সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন এই কঠিন সময়ে, ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে, সমিতির প্রতি ভরসা রাখার জন্য।

এরপর বিভাগীয় সার্ভিসগঠনের বিষয়টি সাধারণ সম্পাদক উত্থাপন করেন। গত বছর February মাসে বিভাগীয় সার্ভিস সংক্রান্ত একটি Notification প্রকাশিত হয়। এরপর এক বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত। অথচ বিভাগীয় সার্ভিস সংক্রান্ত সমস্ত রকম প্রশাসনিক পদক্ষেপ আমাদের অগোচরে থেকে গেছে। আজও জানা যায়নি যে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করে এই বিভাগীয় সার্ভিস গঠিত হতে চলেছে বা আমাদের ক্যাডারের বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত আধিকারিকরা এর ফলে আদৌ কতটা লাভবান হবেন।

উক্ত Notification প্রকাশিত হওয়ার অল্প কাল পরেই একটি Youtube video প্রকাশ করার মাধ্যমে বিভাগীয় সার্ভিস নিয়ে সমিতির তৎকালীন ভাবনাচিন্তা তুলে ধরেন সাধারণ সম্পাদক, সেই বক্তব্যে বোঝা যায় যে বিভাগীয় সার্ভিসের বিরোধিতা নয় বরং বিভাগীয় সার্ভিস বান্ধব পরিস্থিতি গড়ে তোলার পক্ষে বারংবার সওয়াল করেছে। বিভাগীয় সার্ভিস গঠনের বাস্তবসম্মত প্রেক্ষাপট গড়ে তোলার দাবীতে সমিতি অনড় থেকেছে। কোন গিমিক নয়, বরং ক্যাডারের নবীনতম সদস্যটিও যেন খণ্ডিত ক্যাডারের অভিশাপ বহন না করে, এতদিনের আন্দোলনের ফলে অর্জিত অধিকারগুলি যাতে কোন মরীচিকার আশায় অন্তর্হিত না হয়—সেই যথার্থ কর্মচারী বান্ধব অবস্থান বজায় রেখে চলেছে আমাদের প্রিয় সমিতি। তাই প্রকাশ্য বিবৃতি দিতে দুবার ভাবতে হয়নি। প্রশাসনের দীর্ঘসূত্রতার কোন ব্যাখ্যা যদিও আজো অধরা। অন্য দুটি সংগঠনের তরফেও বিভাগীয় সার্ভিস নিয়ে কোন অফিসিয়াল বিবৃতির অনুপস্থিতি লক্ষ্য করার মতো। যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন করে তাদের অবস্থান বা বক্তব্য অনুধাবন করার চেষ্টা করা যেতেই পারে। অর্জিত অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকছে কিনা কিংবা ক্যাডারের সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে কিনা—সংগঠনগতভাবে তা দেখা অবশ্যই জরুরি; বিভাগীয় সার্ভিস গঠনের এই দীর্ঘসূত্র—তার ফলে জন্ম নিচ্ছে নানান বিভ্রান্তি। কাজেই এই সংক্রান্ত সকল অস্বচ্ছতা এবং বিভ্রান্তির অবসান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পরিশেষে এটুকু বলা যায় বিভাগীয় সার্ভিস সংক্রান্ত সমগ্র চিন্তা ভাবনা অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরে রয়েছে এবং প্রশাসনিক তরফে এই সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত যতক্ষণ না গৃহীত হচ্ছে ততক্ষণ সমিতির তরফেও চিন্তাভাবনা খুব বেশিদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোন বাস্তবতা নেই।

এরপর সাধারণ সম্পাদক আগামী রাজ্য সম্মেলনকে সর্বাঙ্গীন ভাবে সাফল্যমণ্ডিত করার আহ্বান জানান—বিভেদের চক্রান্তকে নস্যাৎ করে সাংগঠনিক ঐক্যকে অটুট রাখার প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া, Trade Union-এর ধারাবারিক লড়াই এর সাথে একাত্মবোধ করা এবং সংগঠনের দাবী দাওয়ার প্রতি মানসিক সমর্থন—এগুলি সংগঠনকে আগামী দিনে আরো দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করতে পারে। বদলি সংক্রান্ত এবং পেশাগত আলাপ আলোচনার বাইরে সদস্যদের যে সামাজিক পরিচয়, সেইপরিসরেও সংগঠনের সদর্থক এবং সচেষ্ট ভূমিকা পালনের মাধ্যমে সদস্যদের পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং যোগাযোগ আরো বৃদ্ধি পেতে পারে।

সাধারণ সম্পাদক আরো বলেন যে আগামী দুই মাস রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্ব। আন্দোলনের রূপরেখা এবং কৌশল উভয়ই পরিস্থিতি নির্ভর। এই সময়ের মধ্যে জেলা সম্মেলনগুলির সফল আয়োজন আগামী রাজ্য সম্মেলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে।

এরপর অষ্টাদশ (দ্বিবার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের জন্য বিভিন্ন কর্মকর্তা অভ্যর্থনা কমিটির উপসমিতি সমূহের সদস্যদের নাম সুপারিশ করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক। সভা থেকে সর্ব সম্মতিক্রমে এই সুপারিশ গৃহীত হয়।

অভ্যর্থনা কমিটি

সভাপতি—শ্রী মনোরঞ্জন চৌধুরী

উপদেষ্টমণ্ডলী—সুমিতরঞ্জন মুখার্জী, মনোরঞ্জন পাত্র, সুরজ রাউথ, রাজা বাগ, অমিত চৌধুরী, সৌমেন্দ্র বেড়া, সুভাষ দেবনাথ, তথাগত মুখার্জী, সৌমা দাস

কার্যকরী সভাপতি—অমৃত ঘোষ, দেবপ্রসাদ মুখার্জী

সহ-সভাপতি—রাজর্ষি পাল, শুভজিৎ সান্যাল, বিশ্বরূপ ঘোষ, কৌশিক চ্যাটার্জী

কার্যকরী সম্পাদকদ্বয়—অমলেশ ঘোষ, সইদ হাসান সিমন

যুগ্ম সম্পাদক—শুভদীপ চ্যাটার্জী, সৌরভকান্তি বেরা

দপ্তর সম্পাদক—কৃশানু সেন

কোষাধ্যক্ষ—আদিত্য মজুমদার

উপসমিতি

দপ্তর—কৃশানু সেন, প্রণব সাঁতার, দ্বৈপায়ন ঘোষ

অর্থ—আদিত্য মজুমদার, সৌমেন্দু ধাড়া, রূপঙ্ক দাম

খাদ্য—মানব সরকার, উৎপল বিশ্বাস, সবুজ চ্যাটার্জী

আবাসন—রাদাবিলাস মণ্ডল, শুভদীপ সরকার

মঞ্চ ও প্রচার—নিউটন রায়, অঞ্জনা ভট্টাচার্য্য

পরিবহন—ধনঞ্জয় বিশ্বাস, জয়দীপ মল্লিক, ভরত মাইতি

স্বাস্থ্য—অভিজিৎ বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল

মহিলা—জয়ন্তী চক্রবর্তী, জাবিন বারী, সায়ন্তী মণ্ডল

সাংস্কৃতিক—আমিনুল ইসলাম খান, দীপান্বিতা পাল, অনন্যা দে দত্ত, শতাব্দী সরকার

স্বেচ্ছাসেবক—কমলেশ গায়েন, সৌমেন্দ্রনাথ পাল, সুরেশ প্রামাণিক, দিবাকর বিশ্বাস, অশোক মাহাতো, কুতুবুদ্দিন মণ্ডল, সৌজিৎ সাহা, নীলাঞ্জন সিনহা, বিশ্বজিৎ হালদার।

সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা—নেতৃত্ব নিমাইপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর 'স্মরণ-সভা'

গত ২৫শে মার্চ, ২০২১ তারিখে জীবনাবসান ঘটে আমাদের প্রিয় সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-নেতৃত্ব নিমাইপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের। করোনার দ্বিতীয় তরঙ্গের অভিঘাতে এবং নির্বাচনী কর্মপ্রক্রিয়ায় ব্যাপৃত থাকার ফলে ঐসময় সমিতিগত কার্যকলাপ অনেকাংশেই স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল; সমিতির বরেণ্য নেতৃত্ব নিমাইদার শেষযাত্রায় তাই অনেকেই উপস্থিত থাকতে পারেননি এবং পরবর্তী সময়ে কোভিড বিধিনিষেধের প্রকোপে কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে 'স্মরণ-সভা'র আয়োজন করতেও অনভিপ্রেত বিলম্ব ঘটে। পরবর্তীকালে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পর প্রয়াত শ্রী মুখোপাধ্যায়ের 'স্মরণ-সভা' আহূত হয় ২০২২ সালের ৬ই মার্চ সমিতির মৌলালিস্থিত কেন্দ্রীয় দপ্তরে। নিমাইপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের পর ঐদিন বেলা ৪টের সময় উত্তর ২৪ পরগনার অন্যতম বরিষ্ঠ নেতৃত্ব সমীরণ রায়চৌধুরীর গাওয়া দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে স্মরণ-সভার সূচনা হয়, গানগুলি পরিবেশনের ফাঁকে শ্রী রায়চৌধুরী টুকরো কথায় শ্রী মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্য-স্মৃতি সভার সামনে উপস্থিত করেন।

সামগ্রিকভাবে সভাটি পরিচালনা করেন সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি দিব্যসুন্দর ঘোষ, অন্যতম সহ-সভাপতি দেবব্রত ঘোষ ও সমিতির প্রবীণ নেতৃত্ব প্রণব দত্ত-কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভার শুরুতেই প্রয়াত নেতৃত্ব নিমাইপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে একটি 'শোক-প্রস্তাব' পঠিত হয় এবং সভাস্থ সকলে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন।

প্রিয় নিমাইদার স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে সমিতির সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল সমাজদার তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে অনুজ সহকর্মীদের আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা, সংগঠনের তরুণতর নেতৃত্বকে উৎসাহপ্রদান, সাংগঠনিক কর্মদক্ষতা, নিষ্ঠা, সমায়নুবর্তিতার বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করে সর্বজনপ্রিয় এই নেতৃত্বের একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় তুলে ধরেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আসন্ন অষ্টাদশ রাজ্য-সম্মেলন মঞ্চ 'নিমাইপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মঞ্চ' নামে চিহ্নিত হবে কেন্দ্রীয় কমিটির এই সিদ্ধান্তের কথাও তিনি সভায় ঘোষণা করেন।

সমিতির পতাকাতলে সংগ্রাম-আন্দোলনের দীর্ঘদিনের সাথী প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, প্রবীণ নেতৃত্ব ষোড়শীপ্রসাদ মিত্রের বক্তব্য-এ তরুণ ও পরিণত বয়সের নিমাইপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বর্ণময় চরিত্রের নানাদিক পরিস্ফুট হয়ে ওঠে; সেই সঙ্গে সমিতির পথচলার একটি জীবন্ত ইতিহাস ও শ্রী মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকার এক অন্তরঙ্গ ছবি ফুটে ওঠে তাঁর বক্তব্যে। প্রয়াত শ্রী মুখোপাধ্যায়ের দৃঢ়চিত্ততা, অকুতোভয় মানসিকতা, অনুগামীদের প্রতি মমত্ববোধ, আদর্শগত বলিষ্ঠতা, অনাবিল বাগ্মিতা, সময়ানুবর্তিতার নানা নিদর্শন তুলে ধরে তিনি বলেন—নিমাইপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন স্বভাবজ নেতা, নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা ছিল তাঁর সহজাত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হয়—অবিভক্ত সমিতির অভ্যন্তরে আদর্শগত বিতর্কে তাঁরই নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিলেন বর্তমান 'আলো' সমিতির সংগঠকরা, এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল'-এর আত্মপ্রকাশের লগ্নে বলিষ্ঠতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনিই। পাকস্থলীর ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হওয়ার পরে জটিল অস্ত্রোপচার অন্তে নানা শারীরিক অসাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও তাঁর সংগঠনিক কর্মদক্ষতায় কোন ঘাটতি বা উৎসাহের অভাব চোখে পড়ত না, তিনি ছিলেন পদাধিকারনিরপেক্ষভাবেই সংগঠনের প্রকৃত নেতৃত্ব।

নিমাইপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের সাথী, সমিতির প্রবীণ নেতৃত্বের অনেকেই সেদিন উপস্থিত হয়েছিলেন, যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাওয়া প্রাক্তন সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ খবর পেয়ে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন এদিনের এই স্মরণ-সভায়। উপস্থিত ছিলেন নিমাইপ্রসাদ মুখার্জীর গুণমুগ্ধ কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নবীন, মাঝবয়সী ও প্রবীণ—বিভিন্ন প্রজন্মের অনুগামীবৃন্দ।

এই সভায় প্রয়াত নিমাইপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণা করে বক্তব্য রাখেন সমিতির প্রাক্তন নেতৃত্ব অসিতবরণ দাস, তাঁর বক্তব্যে ভূমি-সংস্কার আধিকারিকদের সংগঠিত হবার ইতিহাসের পটভূমিকায় নিমাইবাবুর অবদানের কথা উঠে আসে।

স্মৃতিভারাতুর প্রবীণদের অনেকেই সেদিন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন, সময়াভাবে আলাদাভাবে বক্তব্য রাখার সুযোগ হয়নি কিন্তু তাঁদের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা, টুকরো কথায় বারেবারেই উদ্‌ভাসিত হচ্ছিল প্রয়াত নিমাইপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ও সাংগঠনিক-সত্তার নানা পরিচয়।

'স্মরণ-সভা'য় উপস্থিত সমিতির বর্ষীয়ান নেতৃত্ব, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মনোরঞ্জন চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে নিমাইপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মত সাংগঠনিক ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা জানানোর মধ্যে দিয়ে সমিতির আদর্শ ও কর্মধারাকে সঞ্জীবিত করে তোলার যে অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত হয়, সেকথা স্মরণ করিয়ে দেন। এছাড়াও, প্রয়াত নেতৃত্বকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য বাসুদেব রায়।

সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে শ্রীদিব্যসুন্দর ঘোষ-এর ধন্যবাদজ্ঞাপক ভাষণের মধ্যে দিয়ে আগাগোড়া ভাব-গম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত প্রায় আড়াই ঘণ্টাব্যাপী এই 'স্মরণ-সভা'-টির আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে।

সমিতিগত তৎপরতা

বিগত দুবছরের বেশিরভাগ সময়টাই আমরা ছিলাম অবরুদ্ধ হয়ে। তবে স্থবির হয়ে যাই নি। যখনই ক্যাডারস্বার্থ সংকটে পড়েছে সমিতি এগিয়ে এসেছে বরাবরের মতো। তারই কিছু নির্দশন প্রাসঙ্গিকভাবে এই সংখ্যায় তুলে ধরা হল।

● ক্যাডারদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাবীদাওয়া অর্জন ও অর্জিত অধিকার রক্ষার তথা কাজের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিবেশের দাবীতে ২৬/১০/২০২১ তারিখে Face book Live ভার্চুয়াল সভার আয়োজন করা হয় যেখানে তিনশতাধিক অনুগামী কর্মী নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় যে দাবী সনদ গৃহীত হয় তা অবিলম্বে নিরসনের জন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সহ বিভাগীয় অধিকর্তার কাছে উত্থাপন করা হয়—

Memo. No. 02/ALLO Date: 27/01/2021

To

The Hon'ble Chief Minister
&
Minister-In-Charge,
Land & Land Reforms and Refugee Relief and Rehabilitation Department,
Government of West Bengal,
NABANNA,
325, Sarat Chatterjee Road,
Pincode- 711102.

Sub: *Submission of Charter of Demands as unanimously adopted in the General meeting on 26/01/2021.*

Hon'ble Madam,

Respectfully, on behalf of our association, I would like to draw your kind attention to the incredible impasse being faced by the officers of the Land Department belonging to the three cadres of Special Revenue Officer Gr-I (SRO-I), Special Revenue Officer Gr-II (SRO-II) and West Bengal Subordinate Land Reforms Service Gr-I(WBSLRS Gr-I).

In a virtual meeting of our members, a resolution forming the charter of demands as attached herewith was unanimously adopted.

Land Department is facing an acute problem in every sphere due to improper planning and understanding, absence of any cadre policy with respect to transfer, promotion, restructuring of cadre strength, job enrichment and consideration of constitution of State level Service as per our demands.

This has led to desperation and medieval repressions by the authorities depriving and denying the cadre all sorts of career benefits like transfer and promotion.

The cadres as such faces acute problem due to pandemic situation whereby they are subjected to conduct hearing of 75-100 cases per day in a most unhygienic and unprotective condition. The infrastructures of BL&LRO offices are in shambles and have atrocious working condition.

For no reasons the cadre have been denied promotion to the post of WBCS (Exe.) cadre in 2020. The other feeder Jt. BDOs could easily avail the same due to the efficiency of their department.

For last six months about 500 cadres are awaiting transfer from North Bengal and other districts of the State which are being held up due to various reasons. First was lockdown, then the scarcity of cadre, then the alibi of 'Duare Sarkar'. May it be mentioned that the esteemed programme of 'Duare Sarkar' did not deter the other departments to transfer the BDOs in huge numbers. But, it had been impossible to transfer the BL&LROs and Revenue Officers for God knows what reason; though, there has been a very little scope of land reforms department in the original programme of 'Duare Sarkar'.

This proves that though we are much derogated, much abused, castigated, demeanoured but had been always useful to the government be it re-settlement of Singur land or 'Duare Sarkar' our cadres had been indispensible to any effective programme but to just be used as a 'doormat'.

Denial of timely promotion to WBCS(Exe.) and SRO-I due to inefficiency of the back office of the department has subjected the cadre to irreparable loss which will and can never be regained or replenished.

Carring on our shoulders and face the incorrigible computer network connectivity, half baked software, the immense pressure of people, the atrocities of the sand and morrum mafias which often leads to physical assault, we stare at the moral vacuum created by the idiosyncrasies of the authorities. Their nonchalant attitude has eroded the moral authority of the civil administration.

There is total lack of planning in order to streamline the integrated set up which was established in 1984, to update and make a worthy of our times.

Apart from Finance and Home, Land is the controlling Department of the Government which deserves attention and care.

However, the charter of demands attached, recites the immediate demands of these cadres to your kind self demanding early redressal.

We are eager to have an audience of your esteemed chair.

With regards,

Enclo: The charter of demands.

Yours faithfully,
Chanchal Samajder
General Secretary

● ক্যাডারদের দীর্ঘদিনের দাবী ও সমিতির লাগাতার পারস্যুয়েশনের ফসল হিসাবে WBLR State Service সংক্রান্ত বিভাগীয় আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে। এই আদেশনামার পরিপ্রেক্ষিতে সমিতি তার সুচিন্তিত বক্তব্য কর্তৃপক্ষের কাছে নিম্ন বর্ণিত পত্রে প্রেরণ করেছে এবং ক্যাডারদের কাছেও সমিতির বক্তব্য YouTube Channel এর মাধ্যমে ১৭/০২/২০২১ তারিখে তুলে ধরেছে।

Memo. No. 06/ALLO/2021 Date: 15/02/2021

To

The Principal Secretary & Land Reforms Commissioner,
Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation Department,
Government of West Bengal,
NABANNA,
325, Sarat Chatterjee Road,
Shibpur, Howrah,
Pincode- 711102.

Reg: Creation of WBLR Service with Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation Department, Government of West Bengal.
Ref: Notification vide No. 406/1E-02/2020-Apptt Dated 11/02/2021 of the Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation Department, Government of West Bengal.

Sir,

Warmly, our association being the major organization of SRO-I, SRO-II and WBSLRS Gr-I, welcomes the decision of creation of the West Bengal Land Reforms Service amongst the eligible officers of SRO-II and SRO-I.

This, we perceive as an acknowledgement and recognition of the expertise and tireless work of the cadres establishing the Land Reforms of West Bengal being the top most in India with a record of unmatched achievements.

The merging of the settlement and management wing into ISU of the Land Reforms Department has created a massive structure with administration from the State to Gram Panchyet level in West Bengal for the interest of the people of our State.

The need for formation of a State level Service had been felt since 1980 with formation of a committee under Sri S P Mallick, IAS and the then LRC, West Bengal. Another endeavour was taken by Sri R.N. Dey, IAS and LRC, West Bengal by constituting a committee under Sri P Bandopadhyay, IAS and Spl. Secretary, L&LR Department, but nothing saw the light of the day.

Our association had constantly knocked the door of the consecutive Pay commissions and forums keeping in mind the primordial interest of the base cadre WBSLRS Gr-I including SRO-II & SRO-I, so that they are not deprived of their existing benefits.

At present, the instant notification quotes that 20% of the cadre of the WBLRS will be directly recruited leaving apart 80% to the eligible officers amongst SRO-I and SRO-II. It has not quoted any number of the total cadre strength. As per our demand we expect that the WBLR Service will include the entire cadres of SRO-I and SRO-II.

However, our concern as the major stake holder in the matter of the interest of respective three cadres, we would like to state that there remains enough scope of explanation and discussion as per our memorandum, which may be taken as the point of departure of the framework of WBLR Service, as being the most scientific and executable content so far framed, safe guarding the interest of the cadres belonging to the existing SRO-I, SRO-II and WBSLRS Gr-I.

If there remains any probability of some eligible cadres being left aside or excluded from the WBLR Service under any condition, needs to be dealt with, empathically.

The last but not the least, the issue of upward mobility of the WBSLRS Gr-I (Revenue Officers) needs to be decided with greatest care and transcendence excellence.

The issue of retaining the scope and opportunity of being a feeder to WBCS (Exe.) for the residual SRO-II and WBSLRS Gr-I(Revenue Officer) in combined capacity as existing till date may not be disturbed under any circumstances.

In the present situation, to guard the interest of the cadres so far as promotional scope is concerned, we propose to maintain the opportunity of being a feeder to WBCS(Exe.) by allowing to tender option to WBLRS or WBCS (Exe) by the SRO-II and WBSLRS Gr-I in combined capacity, as existing till date, until the department comes out of the initial gestation period of manning the departmental posts of officers entirely by WBLRS cadre.

Humbly, we submit our concern and will be at your call to meet up any query regarding our memorandum, stand and concern for the cadre.

Yours faithfully,

Chanchal Samajder
General Secretary

● ১৭/০২/২০২১ তারিখে সমিতির ইউটিউব চ্যানেলে ক্যাডারের WBLR Service এর প্রেক্ষাপট এবং আগামীদিনে ক্যাডারস্বার্থে তার সম্ভাবনা এবং আশঙ্কার বিষয়ে খোলাখুলি প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করেন। ১০০০ জনেরও বেশি মানুষ সেই বক্তব্য দেখেছেন।

● ২৩শে মে ২০২১ সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে 'আয় আরও বেঁধে বেঁধে থাকি' শীর্ষক এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সমিতির ফেসবুক চ্যানেলে লাইভ অংশগ্রহণ করে সমিতির সাধারণ সম্পাদক সমিতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বর্তমান পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার বার্তা দেন।

● WBCS (Exe.) ক্যাডারের ফিডার হিসাবে SRO-II দের পদোন্নতির বিষয়টির বিভাগীয় পর্যায়ে বকেয়া থাকায় ইচ্ছুক SRO-II পদোন্নতি হচ্ছে না এবং তাদের দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। এই বিষয়টির দ্রুত নিষ্পত্তি চেয়ে বিভাগীয় সচিবের অবিলম্বে হস্তক্ষেপ দাবী করা হয়েছে।

Memo. No. 08/ALLO/2021 Dated 07/07/2021

To

The Principal Secretary& Land Reforms Commissioner,
Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation Department,
Government of West Bengal,

Sub: *Promotion to the cadre of WBCS (Exe.) from feeder cadre*

SRO-II of the L&LR and RR&R Department, Government of West Bengal.

Ref: Letter of PSC, West Bengal no. III/50-PSC/IP-82/2019 dated-22/02/2021 of the Joint Secretary & Our Ref:- 13/ALLO/ dated 22/12/2020

Sir,

From the reference of PSC, West Bengal above, several facts have come to light, whereby most of the serious issues had been agitated and raised by our association in the past.

The PSC states that there are 51 vacancies from SRO-II

(i)	Still unfilled vacancy of 2016:-	4
(ii)	Fresh quota of 2017:-	21
(iii)	Fresh quota of 2018:-	26
Total as cumulative against 2018:-		51(10 SC & 4 ST)

The cardinal issue of unfilled vacancies is due to sending the names of the unwilling candidates (SRO-II) or counting them within the zone of consideration. We hail the decision of increasing the zone of consideration to six times of vacancy. Yet, there will remain a gap between demand of SRO-II over supply. Only and only road is to consider the names (6 times) amongst the willing candidate (SRO-II) in the gradation list leaving aside the unwilling SROIIs.

The unwilling SRO-IIs, though figuring in the gradation list, should not be considered in person or as numbers in the zone of consideration. This has resulted in gluttony of SRO-IIs who are eligible to get promotion, but simply gets left out due to computation method of zone of consideration. Even with six times multiplier, the result will be same. The authority has time and again failed to realize the situation and the indifference of a certain section of SROII and on the other hand the craving of other eligible SRO II to get promoted to WBCS(Exe.) in due time. They are missing the bus for no fault of their own.

By the resolution of creation of LR Service without formulating the rules and modalities of who will be eligible to be induced in the proposed LR Service, the cadre stays at askance to the weird situation of not getting a chance to be promoted to WBCS(Exe.) or to be induced into the LR Service.

Not getting into the nitty-gritty of the conundrum, we simply demand that the Names of the SRO-IIs who are willing and eligible be sent to PSC, West Bengal to the tune of 51 X 6 = 306 willing SRO-IIs for promotion to WBCS(Exe.) cadre. Otherwise the train will be running with vacant berths while the eligible passengers remain stranded in the platform.

Our views regarding constitution of the LR Service which definitely based on elimination of any discrimination or deprivation to any existing cadre of WBSLRS Gr-I, SRO-II vis-a-vis the existing available channels and opportunity of career advancement through promotion. But, that chapter will be raised separately.

Hence, at present we urge to kindly send the names immediately to Public Service Commission, West Bengal as per our suggestion, in order to establish the natural justice to the poor cadres of SRO-II and save them from any further deprivation.

Yours faithfully,

General Secretary

● গত ফেব্রুয়ারী, ২০২১ মাসে বিভাগীয় বিজ্ঞপ্তির মধ্য দিয়ে WBLR Service গঠনের বিষয়টি প্রকাশ্যে এলেও ক্যাডার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এই বিষয়ে কিছু সংগত প্রশ্ন বিদ্যমান রয়েছে। সেই সম্পর্কীত বিস্তারিত প্রক্রিয়া ও খসড়া বিধি প্রকাশ করার দাবী বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হয়।

Memo. No. 09/ALLO/2021 Date: 13/07/2021

To

The Principal Secretary & Land Reforms Commissioner,

Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation

Department, Government of West Bengal.

Sub: *Modalities of newly constituted WBLR Service with Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation Department, Government of West Bengal.*

Ref: *Our earlier correspondence vide No. 06/ALLO/2021 Dated 15/02/2021.*

Sir,

With reference to the above, the awaited, contemplated resolution to introduce WBLR Service is

learnt to be on anvil in terms of framing and drafting the necessary rules.

With eloquence and silence, with expectations and anxiety, the entire cadre of RO, SRO-II and SRO- I are keeping their finger crossed.

The cardinal issue is the minds of the Revenue Officers and particularly the newly promoted SRO-IIs is to what extent the service-

(a) will absorb the SRO-II

(b) whether the RO cadre will be declared as sole feeder to the WBLR Service

(c) to what extent the direct recruitment will slash the scope of the feeder and from when

(d) to what extent the existing cadre benefits and opportunities will go out of Land and curtailed

(e) how long will the status of feeder to WBCS (Exe) could be retained by SRO-II after introduction of LR service and how early will the names of SRO-II s within the zone of consideration be sent to PSC. WB for filling up vacancy from 2016—18.

The trauma of the entire cadre revolving round the perception of perniciousness of the constitution of service by leaving aside a section of the cadre is the vera causa of the anguish.

We, once again request to publicize the draft rules prior to it's finalization for consideration of the cadre organizations and to put up their suggestions.

At present about 950 (SRO-II & SRO-I) are working in L&LR Department. The cadre strength of SRO-II is 861. Though there is no cadre strength spelt specifically, the number of SRO-I working had touched to 190 marks. Therefore, taking together the SRO-II and SRO-I amounts to the tune of 1050. We proposed to add 200 more post converted from WBSLRS Gr-I to constitute the Service with about 1250 cadres.

Further, we would like to suggest keeping in abeyance, the direct recruitment to LR Service for at least five years after its introduction to absorb law of opportunity due to this structural change in service condition and method and mode of recruitment.

After reduction of 200 posts the WBSLRS Gr-I will be 1534-200=1334. Hence, 1334: 1250 is a favorable ratio which even with a 20% direct recruitment to the service cadre, can compensate the loss of opportunity of WBSLRS Gr-I which they are enjoying at present.

Some, nickel and dime organization had tried once and again to convince the authority to constitute a service hastily with the strength of few numbers of SRO-II and SRO-I. There was no rhyme or reason behind such proposition save and except sheer opportunism.

Looking into the interest of the base cadre RO, as prime to us, we opposed to such backstabbing and suicidal attempts in the past. We still remain committed to our age old stand of maintaining the unity of RO SRO-II and SRO-I cadres under the umbrella of the organization.

We don't know, whether the authority will grant the publication of the said rules seeking opinion, but, we pray to grant us an audience to place our concern and issue immediately.

Yours faithfully,
General Secretary

● বিভাগীয় বিজ্ঞপ্তির মধ্য দিয়ে WBLR Service গঠনের বিষয়টি প্রকাশ্যে এলেও ক্যাডার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিশেষত WBSLRS GR-I ক্যাডারদের বিষয়ে বেশ কিছু সংগত আশঙ্কা বিদ্যমান রয়েছে। এই বিষয়ে সমিতিগত দৃষ্টিভঙ্গী সমগ্র ক্যাডারের কাছে তুলে ধরতে একটি খোলা চিঠি দেন সাধারণ সম্পাদক।

সমগ্র ক্যাডারের প্রতি আহ্বান
প্রসঙ্গ বিভাগীয় সার্ভিক

প্রিয় সাথী,

আশাকরি এই অতিমারীজনিত পরিস্থিতিতে সকলে সপরিবারে সুস্থ আছেন। কোনো গৌরচন্দ্রিকা না করে সরাসরি প্রসঙ্গে আসি। বিগত ১১/০২/২০২১ তারিখে L&LR and RR& R দপ্তর থেকে আমাদের বিভাগীয় সার্ভিস গঠনের উদ্দেশ্য একটি Notification জারী হয়েছে (Notification No. 406/IE-022020-

Apptt.), তাৎক্ষণিকভাবে আমরা এই Notification এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি পত্র (স্মারক নং 06/ALLO/ 2021) তাং-15/-2/2021) বিভাগীয় সর্বোচ্চ আধিকারিকের কাছে প্রেরণ করি এবং বিগত ১৭/০২/২০২১ তারিখে সমিতির You Tube Channel এ Live (Link:http://youtu.be/3 WAAaSa61Uw) বিভাগীয় সার্ভিস প্রসঙ্গে আমাদের সংগঠনের বক্তব্য তুলে ধরি। যা এখনও পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার মানুষ দেখেছেন। ধারণা করতে পারি যে ক্যাডারের বৃহৎ অংশের মানুষের কাছে আমাদের বক্তব্য পৌঁছেছে। পরবর্তীতে, বিভিন্ন সূত্র থেকে সার্ভিস গঠনের modalities, সংখ্যা ইত্যাদি প্রসঙ্গে নানারকম খবর পাওয়া যাচ্ছে যা হয়তো আপনাদেরও অজানা নয়। পুনরায় এই প্রস্তাবিত সার্ভিস সম্পর্কে অত্যন্ত জরুরী কিছু বিষয় প্রয়োজনীয় বলে মনে করে আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম।

১. ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের কাছে বিগত ২০মে ২০১৬ তারিখ আমরা যে Memorandum প্রদান করেছিলাম এবং ২৫/১০/২০১৬ তারিখে pay commission-র কাছে hearing এর সময় বিভাগীয় সার্ভিস গঠন সম্পর্কে যে সুনির্দিষ্ট মতামত ছিল তা হ'ল—(ক) ৬৮১ জন SRO-II, ১৭০ জন SRO-I (তখন সর্বোচ্চ সংখ্যায় কর্মরত) এবং ২০০টির মতো RO post-কে convert করে অর্থাৎ (৮৬১ + ১৭০ +২০০) ১২৩১ জনকে নিয়ে SRO পদ গঠন ও তাঁদের ১৬,১৭, ১৮ এবং ১৯ নং Scale প্রদান; (খ) WBSLRS Gr-I কে প্রস্তাবিত SRO পদের sole feeder করা অর্থাৎ কোনো direct recruitment থাকবে না। Secretariat Service এর ধাঁচে বিভাগীয় সার্ভিস গঠন। প্রায় অনুরূপ দাবী আমরা ২০০৮ সালে (স্মারক নং 91/ALLO/ WB08 তাং-17/11/2008) ৫ম বেতন কমিশনের কাছেও করেছিলাম। **এর সঙ্গে R.O. দের জন্য** 'C' Group এর সর্বোচ্চ scale ১৫নং র দাবিও জানিয়েছিলাম।

২. বিগত ১১/০২/২০২১ তারিখের Notification-কে আমরা প্রাথমিকভাবে স্বাগত জানিয়েছিলাম। কিন্তু একইসাথে বিভাগীয় সর্বোচ্চ আধিকারিকদের কাছে পত্র দ্বারা (স্মারক নং 06/ALLO/2021 তাং-15/02/2021) এবং সমিতির YouTube Channel এ Video তে (১৭/০২/২০২১ তারিখে প্রচারিত) আমরা প্রস্তাবিত সার্ভিস-এর সম্পর্কে কিছু আশংকার কথা ব্যক্ত করেছিলাম। বিশেষতঃ base cadre WBSLRS GR-I এর ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলাম।

৩. বিগত সময়ে বহুবার এবং গত ১৩/০৭/২০২১ তারিখে পুনরায় পত্র মারফৎ বিভাগীয় সর্বোচ্চ আধিকারিকের কাছে আমাদের বক্তব্য জানিয়েছি এবং প্রস্তাবিত সার্ভিসের draft rule ইত্যাদি প্রসঙ্গে সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা দাবী করেছি। ক্যাডারের একটি দায়িত্বশীল সংগঠন হিসাবে আমরা মনে করি আমাদের সমগ্র ক্যাডারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে যে সিদ্ধান্তের ওপর সেই প্রসঙ্গে সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা ব্যতিরেকে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া আদৌ সমীচীন নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বারে বারে দাবী করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত আমদের সঙ্গে কোনো আলোচনা করা হয়নি। একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অন্য কোনো সংগঠনের সঙ্গে Authority এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন কি না তা আমাদের জানা নেই।

৪. উপরোক্ত দাবীদাওয়া নিয়োগকর্তার নিকট এবং ৫ম ও ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের নিকট উত্থাপনের প্রেক্ষাপটটি আপনাদের আবারও মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। আজ পর্যন্ত ক্যাডারস্বার্থে সমস্ত দাবীদাওয়াই আমরা প্রতিটি রাজ্য সম্মেলনে গ্রহণ করেছি। রাজ্য সম্মেলনের অন্তর্বর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটির (যা আমাদের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক Forum) একাধিক সভায় সেই সমস্ত দাবী সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে। দাবীসনদ গ্রহণ করার প্রশ্নে বিশেষতঃ সার্ভিসের দাবী উত্থাপন করার ক্ষেত্রে আমরা মূলতঃ তিনটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছি,

(ক) বাস্তবতাকে মাথায় রেখে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত দাবীসনদ রচনা (খ) SRO-I, SRO-II, RO দের existing benefit এর বিন্দুমাত্র curtailment যাতে না হয় সেটা নিশ্চিত করা; (গ) SRO-I, SRO-II, RO, এই তিনটি ক্যাডারের ঐক্য যেন কোনোভাবেই বিনষ্ট না হয় সেটা দেখা।

সংগঠনের সর্বস্তরের নেতৃত্বে SRO-I, SRO-II, RO দের প্রতিনিধিত্ব আছে। আমরা কখনও কোনো একটা ক্যাডার বিশেষের দাবীকে বিচ্ছিন্ন হিসাবে দেখিনি বরং সংগঠনের জন্মলগ্ন থেকে base cadre অর্থাৎ WBSLRS Gr-I এর স্বার্থকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি, এই understanding থেকেই যে base cadre এর upliftment হলে automatically ওপরের cadre গুলোর upliftment হতে বাধ্য। যে কারণে সংগঠনের জন্মলগ্নের পর থেকেই পাখির চোখ হিসাবে WBSLRS Gr-I এর pay scale-C-Group এর সর্বোচ্চ বেতনক্রম করার জন্য লড়াই করেছি এবং বিগতদিনে ক্রমান্বয়ে তা' অর্জন করেছি, ২০০৮ সালেই। তিনটি cadre এর unity-র প্রশ্নে কোনো আপোষ করিনি। Identity politics এর হাত ধরে cadre ঐক্য বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা আগেও ছিল, এখনও আবার তৈরি হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। SRO-I বা SRO-II-রা তো সিনিয়র WBSLRS Gr-I ,অন্ততঃ আমরা তেমনই মনে করি। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের পারস্পরিক স্বার্থ কিভাবে একে অন্যের পরিপন্থী হয়? এটা ঠিকই ক্যাডারের জন্য উন্নত বেতনক্রম, promotional aspect, সার্ভিস ইত্যাদি প্রসঙ্গ যখন সামনে আসে তখন ব্যক্তিগতভাবে আমরা বর্তমানে যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি (চাকরীগত অবস্থান) সেখান থেকে কার কতটা বেনেফিট হবে তা ভাবতে থাকি। এটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সমস্ত ব্যক্তিচিন্তাকে একত্র করে, সকলের স্বার্থকে সুরক্ষিত করার জন্যই তো সংগঠন। নাহলে তো আমরা ব্যক্তিগতভাবে memorandum জমা দিতে পারতাম বা নিজস্ব দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য ব্যক্তিগতভাবেই নিয়োগকর্তা বা authority-র কাছে দরকষাকষি করতে পারতাম। এই রকম ভাবনা কেবল ক্যাডার ঐক্যকেই বিনষ্ট করে, আমাদের সম্মিলিত শক্তিকে দুর্বল করে, কখনোই দাবীদাওয়া অর্জনের পথকে সুগম করে না।

৫. ইতোমধ্যে, বিভিন্ন সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে যে আনুমানিক ৬০০ জনকে নিয়ে সার্ভিস গঠন হতে চলেছে, যা আমাদের দাবী করা সংখ্যার অর্ধেকেরও কম। এইমুহূর্তে SRO-II এবং SRO-I হিসাবে কর্মরত আছেন প্রায় ৯৫০ জন অর্থাৎ ৬০০ জনকে নিয়ে সার্ভিস হলে প্রায় ৩৫০ জন SRO-II বাদ পড়ে যাবেন। তার পেছনে আছেন আনুমানিক ১৩০০ জন WBSLRS Gr-I অর্থাৎ RO। আবার এই ৬০০ জন থেকে ২০% direct recruitment এর সংখ্যাটা বাদ দিয়ে induct করা হবে কি না তা জানা নেই, তাহলে প্রকৃত সংখ্যা আরো কমে যাবে। WBCS (Exe.) এ যাওয়ার সুযোগ কী থাকবে? জুনিয়রদের বিশেষতঃ RO দের ভবিষ্যৎ কী? ইতোমধ্যে WBCS (Exe.) এ যাওয়ার যে vacancy তৈরী হয়েছে তা fill up কবে হবে? কোনো প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না।

৬. দীর্ঘদিন আগে একইরকমভাবে ১০০-১৫০ জনকে নিয়ে সার্ভিস গঠনের একটা প্রচেষ্টা হয়েছিল। বলা হয়েছিল 'আগে তো একটা কিছু হোক তারপর দেখা যাবে'। আমরা সেই মতামতের সঙ্গে একমত হতে পারিনি এবং এই জাতীয় সার্ভিস গঠনের বিরোধিতা করেছিলাম। আজ যে উদ্বেগ,আশঙ্কা আমাদের মধ্যে কাজ করছে সেদিনও পরিস্থিতি একই রকম ছিল, অর্থাৎ 'খণ্ডিত সার্ভিস' এর ফলে উদ্ভূত বিপদ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, সেই সময় থেকেই আমাদের গায়ে 'সার্ভিস বিরোধী' এই তকমা সেঁটে দেওয়া হয়েছিল। যা আজও প্রচারে আছে। এই তকমা আমাদের প্রাপ্য কিনা বিচারের ভার আপনাদের। এবারেও প্রকাশ্যে এবং on record আমরা প্রস্তাবিত সার্ভিস প্রসঙ্গে যে বক্তব্য উত্থাপন করেছি বা করছি তাতে আবারও আমাদের 'সার্ভিস বিরোধী' বলা হবে কি না জানি না। কিন্তু দায়িত্বশীল সংগঠন হিসাবে এই সমস্ত প্রসঙ্গ ক্যাডারের সমস্ত অংশের মানুষের

কাছে তুলে ধরা আমাদের কর্তব্য বলেই মনে করি। সেই দায়বোধ থেকেই আপনাদের বলছি।

৭. আবার এটাও সত্য যে ক্যাডারের pay scale upliftment বা promotional aspect বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রসঙ্গে কোনো অগ্রগতি ঘটলে সাধারণতঃ সিনিয়ররা তুলনামূলকভাবে বেশি সুবিধা পেয়ে থাকেন। কিন্তু আমরা তা কোনো অবস্থাতেই জুনিয়রদের ক্ষতি করে চাই না। আমরা যখন দাবী সনদ তৈরী করি তখন ক্যাডারের শেষতম আধিকারিকের সুবিধা কী হবে , সেই ভাবনা থেকেই শুরু করি। এই কারণেই সার্ভিসের দাবী কখনোই আমাদের কাছে কোনো 'মোহ' নয়। বরং সার্ভিস এর মধ্যে দিয়ে আমরা চাই সমগ্র ক্যাডারের জন্য আরো উন্নত বেতনক্রম, উচ্চতর পদবৃদ্ধি, পদমর্যাদা বৃদ্ধি, better promotional aspect ইত্যাদি। তাই কেবলমাত্র 'সার্ভিস' শব্দটার প্রতি মোহগ্রস্থ না হয়ে তিনটি ক্যাডারের সার্বিক উন্নতি চেয়েছি। যে সার্ভিস তিনটে ক্যাডারেরই উন্নতি করে না, ক্যাডার ক্যে ফাটল ধরায় তা আমরা কোনোদিনই সমর্থন করি নি। এই ধরনের সমস্ত দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবেই প্রতিরোধ করেছি। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় সামগ্রিক পরিস্থিতি যেখানে বিরাজ করছে তাতে এবারের লড়াইয়ে কতটা সাফল্য পাব, তা নিয়ে আমরা চিন্তিত।

৮. ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের কাছে আমরা দাবী করেছিলাম যে WBSLRS Gr-I কে 'C' Group এর সর্বোচ্চ বেতনক্রম অর্থাৎ ১৫নং scale দিতে হবে। 'সম গ্রুপে সম বেতন', এই নীতির ভিত্তিতেই এই দাবী, যা কোনোভাবেই 'absurdity of highest order' নয়। পরবর্তীতে বিভাগীয় সর্বোচ্চ আধিকারিক ও মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তথা আমাদের বিভাগীয় মন্ত্রীর নিকটও এই দাবী উত্থাপন করেছি। কেবলমাত্র এই দাবীটি আদায় করতে পারলেই MCAS এর সুবিধা পেয়ে আমরা সবাই ১৮নং scale অবধি পৌঁছতে পারব। বর্তমানে প্রস্তাবিত সার্ভিসেও ১৮নং scale এর বেশী (তাও সকলে পাবেন না) পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে (২-৪ জন হয়তো ১৯ নং পেতে পারেন)। সেক্ষেত্রে existing benefit এর কোনো curtailment হচ্ছে না বা feeder হিসাবে WBCS (Exe.) এ যাওয়ার রাস্তা ও একই সাথে SRO-I হওয়ার রাস্তা খোলা থাকার কারণে promotional aspect এরও কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। আমাদের ধারণা এই দাবী আদায় করতে পারলে কোনো জটিলতা ছাড়াই ৩টে ক্যাডারেরই ইপ্সিত লক্ষ্যপূরণ সম্ভব।

পরিশেষে বলি সার্ভিসের বিরোধিতা নয়, আমাদের দাবী মোতাবেক প্রস্তাবিত সার্ভিস গঠন করতে হবে। 'খণ্ডিত দর্শন'এর মতো 'খণ্ডিত সার্ভিস'-এও আমরা বিশ্বাস করি না। 'কারো সর্বনাশ কারো পৌষমাস' , এটা মেনে নেওয়া যাবে না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে সংগঠনের সাথে আলোচনা করতে হবে। একতরফাভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। SRO-I, SRO-II, RO, তিনটি ক্যাডারের স্বার্থকেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে। ক্যাডার ঐক্যকে বিনষ্ট করার যে কোনরকম অপচেষ্টাকে প্রতিহত করতে হবে। ক্যাডার স্বার্থের প্রশ্নে আমরা আজ এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি। যে উদ্বেগ, আশঙ্কা আমাদের মধ্যে কাজ করছে তার নিরসন করতে গেলে আজ সংগঠন নির্বিশেষে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। 'আগে কিছু হোক, পরে দেখা যাবে' বা 'যা হচ্ছে নিয়ে নিই, পরে আবার আন্দোলন করা যাবে' অথবা 'দেখাই যাক না কী হয়', এই সমস্ত বক্তব্যকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসুন আমরা সমগ্র ক্যাডার ঐক্যবদ্ধভাবে নিয়োগকর্তা তথা প্রশাসনের কাছে দাবী জানাই অবিলম্বে আমাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সংগ্রামী অভিনন্দন সহ

চঞ্চল সমাজদার

সাধারণ সম্পাদক

● WBCS (Exe.) পদে পদোন্নতির বিষয়ে বিভাগীয় টালবাহানার প্রতিবাদ জানিয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় নিম্নলিখিত পত্রটি দ্বারা—

Memo. No. 14/ALLO/2021 Dated. 02/09/2021

To
The Secretary & Land Reforms Commissioner,
Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation Department,
Government of West Bengal,
Nabanna, Howrah.

Sub: *Excessive delay in promotion to WBCS(Exe.) cadre from SRO-II feeder post.*

Ref: *(1) III/50-PSC/IP-82/2019 dated 22/02/2021 of PSC, WB,*
(2) 429-PAR(WBCS)/ID-115/5(Pt) dated 25/08/2020 &
(3) 1049-PAR (WBCS)/ID-115/05(Pt) dated 08/07/2021of P&AR Department, Government of West Bengal.
(4) 3887-RD/O/C/1E-02/2017 dated. 13/8/2021 of (Jt. BDO Cell) of P& RD Department, Government of West Bengal.

Madam,

Most respectfully I draw your kind attention to the fact of the inordinate delay in promoting the SRO-IIs as a feeder to WBCS (Exe.) cadre vis a vis Jt. BDOs of P&RD Department.

SRO-II, Joint BDO and Assistant Canal Revenue Officers are feeder to the WBCS (Exe.) cadre. Since last decade the share of SRO-II as a feeder to WBCS(Exe.) has been persistently diminished. However, the meagre number of berths which are available to the SRO-II cadre of the L&LR and RR&R Department is being veritably denied by our department for some obscure reason intangible to us.

In spite of repeated request from the Public Service Commission, West Bengal our department has turned a deaf ear since 2016. It is also becoming difficult for PSC, West Bengal to keep a track and carry-over the earmarked vacant posts, year after year. This has also been expressed in the letter of PSC, WB under reference.

P&RD and the PAR Departments are working in perfect harmony and as a result the Jt. BDOs are smoothly being promoted to WBCS (Exe.).

The year wise carried over vacancy is given in the table below

Unfilled posts in WBCS(Exe.) to be filled by SRO-II					
Year	**Unreserved**	**SC**	**ST**	**Total**	**Remarks**
2016	**2**	**1**	**2**	**4**	**Still unfilled Ref memo no. 111/50-PSC/IP-82/2019 dated 22/02/2021**
2017	**16**	**4**	**1**	**21**	
2018	**19**	**5**	**2**	**26**	
2019	**15**	**4**	**2**	**21**	**As on 01.01.2019 Memo. No. 429-P&AR (WBCS)/iD-115/05(Pt) dated 25/08/2020**
2020	**15**	**5**	**1**	**21**	**As on 01.01.2020 Memo. No. 1049-P&AR(WBCS)/ID-115/05(Pt)**
Cumulative 2016-2020	**67**	**19**	**7**	**93**	

The above figure clearly demonstrate the department's unwillingness and blockage creating hindrance to the cadre's career advancement and promotion of the SRO-IIs including SC & ST cadres. It definitely cuts a sorry picture if not of willful negligence of our department.

We simply fail to understand this step-motherly behavior of our department towards SRO-II cadres. The department has never come out with any tangible discourse or explanation as far, for this delay in this respect.

Side by side we attached the letters of P&RD and P&AR which clearly shows the efficiency in this regard and the eagerness of that department towards promotion of Jt. BDOs (vide ref:- 3 & 4).

This cadre has been the 'beast of the burden' and carried out dragging odd jobs in the most inhospitable terrains of our state.

Through, this submission, and on behalf our association, I earnestly urge you to kindly look into the matter and resolve the deprivation of 93 SRO-II cadres in the waiting line of the 'to be promoted' SRO-II and the entire cadre down the line who had been robbed of four valuable years in their career.

The matter may please be treated as extremely URGENT.

Enclo: As referred above.

Yours faithfully,
CHANCHAL SAMAJDER
General Secretary

● ক্যাডারদের হয়রানি বন্ধ করে বাস্তবোচিতভাবে মিউটেশন আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে কর্তৃপক্ষের পরামর্শ দেওয়া হয়। নিম্নলিখিত পত্র দ্বারা।

Memo. No. 15/ALLO/2021 Dated: 23/09/2021

To

The Secretary & Land Reforms Commissioner, West Bengal.
Land & Land Reforms and Refugee Relief& Rehabilitation Department,
Government of West Bengal,
Nabanna, Howrah.

Sub: *Disposal of Mutation Cases & rationalization of work among RO/ SRO-II(Users).*

Respected Madam,

RO/SRO-IIs working in the integrated set- up of L&LR and RR&R Department is under tremendous work pressure due to disposal of mutation cases pending since long. Due to faulty and unscientific planning and deployment of RO/SRO-II(Users) and certain malfunctioning of the eBhuchitra, aided with power cuts, internet link failure and lockdown period has made the situation more acute.

The users are not only overworked but also has to sacrifice their normal office on Saturdays and Sundays for last couple of months.

Our association has made an in-depth analysis and arrived at certain interference which enables us to put up with certain suggestion for not only safeguarding the RO/SRO-II, but for ensuring speedy disposal of cases in a scientific and civilian manner without compromising the quality of disposal of cases and for better service to the citizens.

It is needless to state that ROs being the pivot of block offices have also to attend various other works like enquiries, preparation of Statement of facts for safe guarding the state interest in the courts of law, conversion enquiries, survey and settlement pending works, minor minerals, patta, barga, homestead, vesting etc.

In this submission we would like to deal with mutation cases only which has come up with utmost urgency due to huge pendency.

BASIC DATA

1. Submission of Mutation Cases throughout a year- around 60 lacs (trend of last 2/ 3 years)
2. No of Users (RO/SRO-II) engaged in disposal - around 1300
3. (i) Expected disposal per User per year - 60 lacs/1300 = 4615~4800 (say)
   (ii) Expected disposal per User per month - 4800/ 12 = 400

Source of submission-

1. Registration Department
2. Banglar Bhumi Website
3. eBhuchitra mode at BL&LRO Offices.

The asking rate of disposal per RO/SRO-II (User) is quite reasonable and does not call for any sweating or sham exercise by the hair splitting authorities.

But in reality it is becoming an insurmountable problem, calling for draconian measures. Through our work study we found the following maladies in the system and suggests the following administrative steps to mitigate the hardship.

[A] Mechanical Deployment of users

We have found that the deployment of users i.e. mainly ROs are not done according to the demand of pendency i.e. ROs are deployed inversely to the pendency of the mutation cases.

Suggestion:

(i) ROs (1300 users) must be posted as per the assessment of the average submission of cases district wise and then block wise and not mechanically, e.g. we found that at a certain time almost 100 ROs were posted in Coochbehar District where the pendency is negligible.

(ii) Supervision & Monitoring:

The prime work of supervision and monitoring to be taken up by SDL&LROs :

(a) By means of frequent block visits

(b) Video conference

(c) Monthly monitoring of User wise disposal of average 400 cases per user per month including other entrusted works.

(iii) Motivation:- to prize the worker and penalize the shirker.

We have seen that there is a user wise skewness which results in very high rate of disposal by certain ROs while very low rate of disposal for others. The shirkers are never called for or warned. This hampers the collective endeavour.

(iv) ADM & DL&LRO and DLR&S level monitoring-

The ADM & DL&LROs must monitor user wise disposal along with posting of adequate number of ROs as per the quantum of average submission of mutation cases per block with the rational of 400 disposals per user per month and ensure speedy maintenance of soft and hardwires as and when required.

[B] DLRS Level

Monitoring of the District/ Sub Division level disposal of cases and to ensure posting of ROs in the Districts based on average submission of cases in a District with a rational of 400 cases/month/user.

AND

Take up the matters relating to Server load, eBhuchitra and network failures with the agencies immediately as and when necessary, as per report from the Blocks/ Sub Divisions.

Finally, we would like to draw attention to the fact that several mouzas have been finally published without balancing the shares, particularly of the part or entire vested plots. Cautious steps must be devised in order to safe guard the state interest so that no part of the vested land gets mutated in such a scurry.

The objective and scientific approach instead of hammering the user will definitely restore the sobriety and civility of our department and serve the public with more dexterity and deftness.

We regret to inform that in spite of no guidelines from your end some district authorities are issuing orders to keep the BL&LRO offices open throughout the week including Saturdays and Sundays from 9 am. This, we consider, not only hamper the quality of disposal but will definitely break the Covid protocol and issued in contravention to the order of the Respected Chief Secretary to the Government of West Bengal.

We are eager to meet you at your convenience to explain the entire proposal.

Our, objective and pragmatic proposal may kindly be considered for the sake of the benefit of the common people and to safeguard the state interest.

Yours faithfully,
CHANCHAL SAMAJDER
General Secretary

গত ০৭/১০/২০২১ তারিখে সমিতির একটি প্রতিনিধিদল ক্যাডার স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য মাননীয়া LRC মহোদয়ার সঙ্গে নবান্নে সাক্ষাৎ করেন। সেই সাক্ষাতে মাননীয়া LRC অত্যন্ত স্পষ্টভাবে মিউটেশন আবেদন নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সমিতির প্রস্তাবনার কথা স্বতোঃপ্রণদিতভাবে উল্লেখ করে সমিতির উদ্যোগের প্রশংসা করেন। সেই সাক্ষাতে তিনি আশ্বাস দেন যে বিভাগীয় ক্যাডারদের জন্য প্রস্তাবিত LR Service এ SRO-I এবং SRO-II উভয় ক্যাডারের প্রত্যেকে থাকবেন এবং সমিতির দাবির সঙ্গে সহমত হয়ে এ কথাও ব্যক্ত করেন যে RO ক্যাডার সেই Service এবং Sole Feeder হবে। আলোচনায় তিনি ব্লক স্তরের আধিকারিকদের কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেন। সমিতির দাবির সঙ্গে সহমত হয়ে তিনি আশ্বাস দেন যে দুর্গোৎসবের দিনগুলোতে অফিস খোলা রাখতে হবে না এবং এই বিষয়ে জেলা কর্তৃপক্ষকে যথাযথ নির্দেশ দেবেন। আলোচনাতে আমাদের দাবি মতো ব্লকস্তরে গাড়ি ও জেনারেটর পরিষেবার প্রসঙ্গেও তিনি জানান যে তিনি বিষয়দুটিতে দৃষ্টিপাত করবেন এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন। সামগ্রিকভাবে এই আলোচনা যথেষ্ট ফলপ্রসু হয়।

অষ্টাদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটি গঠনঃ

গত ০৬/০৩/২০২২ তারিখে সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী পালিত হয়। প্রথমার্ধে আসন্ন অষ্টাদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়। এই সম্মেলনের আয়োজক যৌথভাবে কলকাতা ও দঃ ২৪ পরগণা জেলা কমিটি। এই সভায় এই দুই জেলার কর্মী নেতৃত্ব সহ ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের দিন ধার্য হয়েছে ৭-৮ মে ২০২২, স্থানঃ- মৌলালি যুবকেন্দ্র অডিটোরিয়াম, নিমাই প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মঞ্চ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি Facebook এ সম্প্রচারিত হয়।

নিমাই প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণসভাঃ-

আমাদের সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং লড়াকু নেতৃত্ব নিমাই প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ ঘটে গত ২৬/০৩/২০২১ তারিখে। তাঁর প্রয়াণকে স্মরণে রেখে সমিতি দপ্তরে একটি সভার আয়োজন করা হয় গত ০৬/০৩/২০২২, দ্বিতীয়ার্ধে। সমিতির প্রবীনতর নেতৃত্বরা এই সভায় প্রয়াত নিমাই প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এর সাংগঠনিক গুণাবলীর আলোচনার মধ্য দিয়ে নবীনতর প্রজন্মের কর্মী- নেতৃত্বকে উদ্বুদ্ধ করেন। এই সভায় ৪০ জন কর্মী-নেতৃত্ব হাজির ছিলেন।

স্মরণ

সম্প্রতি জীবনাবসান ঘটেছে—
কেন্দ্রীয় সরকারি পেনশনার্স সমিতির নেতৃত্ব **সুশীল বিশ্বাস,**
শিল্পোদ্যোগী ও প্রাক্তন সাংসদ **রাহুল বাজাজ,**
অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেট ব্যক্তিত্ব **রডনি মার্শ, শেন ওয়ার্ণ,**
বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি **সাহাবুদ্দিন আহমেদ,**
সৌর বিজ্ঞানী **ইউজিন পার্কার,**
অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন রাজ্যপাল **কুমুদবেন যোশী,**
শিক্ষাবিদ **মীনা স্বামীনাথন,**
মার্ক্সীয় দার্শনিক **আইজাজ আহমেদ,**
মার্কিন সঙ্গীতশিল্পী **জেসিকা উইলিয়ামস,**
মার্কিন কুস্তিবিদ **স্কট হল,**
ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন স্পিকার **রমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ,**
অভিনেতা **রমেশ দেও,**
রাজ্যের মন্ত্রী **সাধনপাণ্ডে**
শ্রীলঙ্কার মানবাধিকার আন্দোলনের নেতৃত্ব **কুমারা রূপসিঙ্গা** প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের।

এই সময়কালে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়াও দুর্বৃত্তদের আক্রমণে আমাদের রাজ্যে আনিস খান সহ নিহত হয়েছেন বহু গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ, সারা পৃথিবীতে পুঁজিবাদ চালিত সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের শিকার হয়েছেন বহু মানুষ।

প্রয়াতদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে জানাই সুগভীর শ্রদ্ধা।

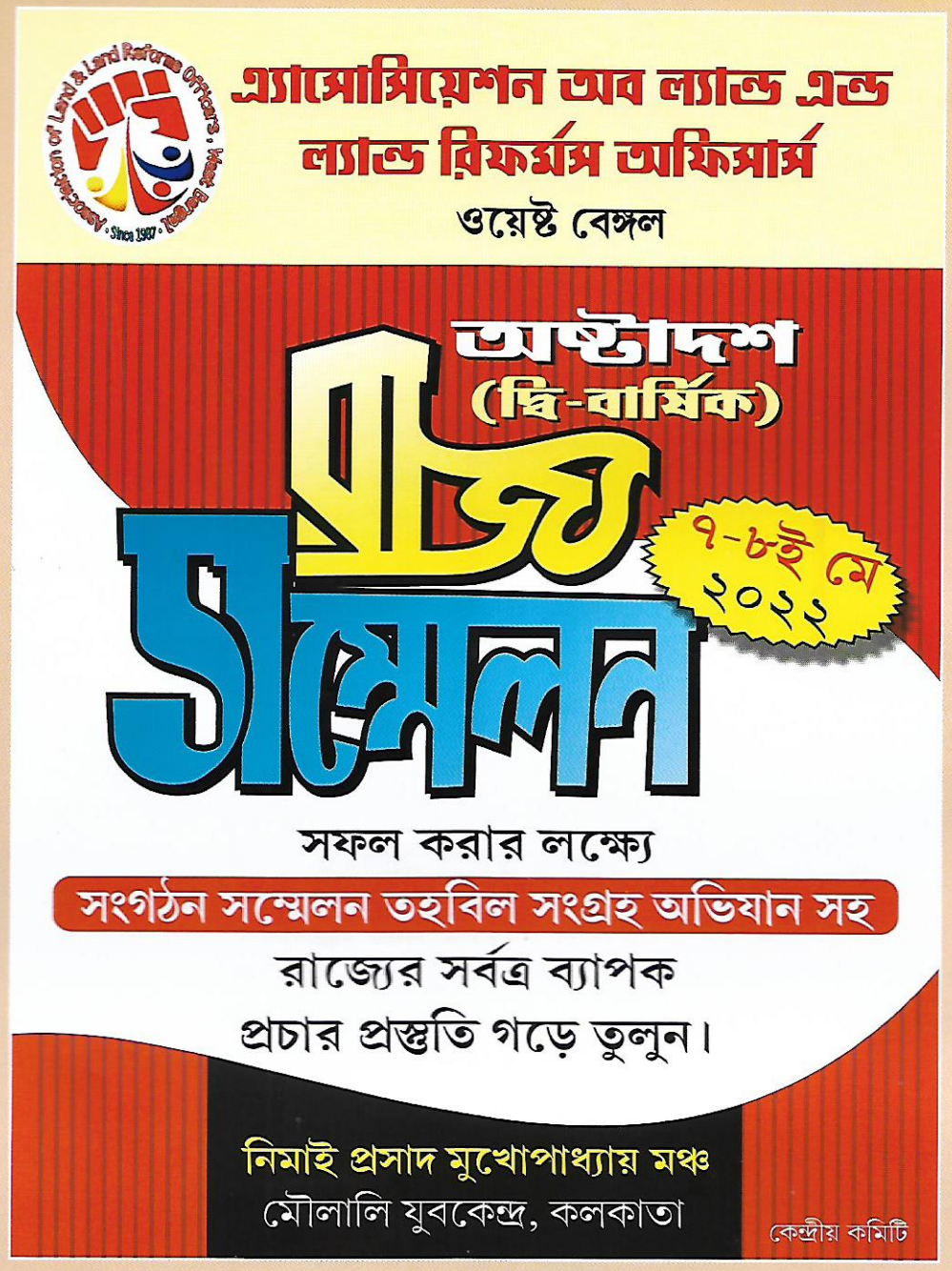

সম্পাদক ঃ অম্লান দে

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল

- এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল সমাজদার কর্তৃক প্রকাশিত

মুদ্রণে ঃ ভোলানাথ রায়, মোঃ ৯৮৩১১৬৮৬০৯